web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

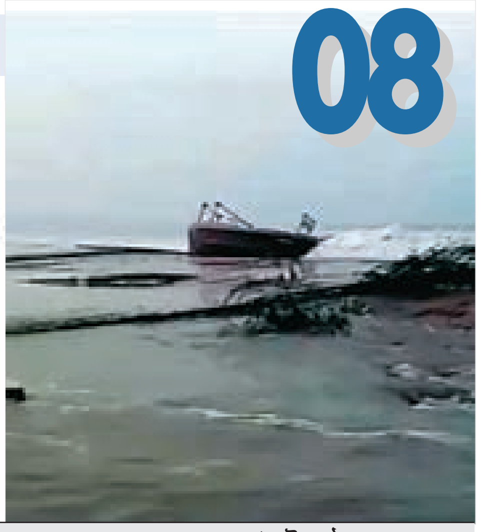

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>241 >>31 Joystha 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৪১ >> << ৩১শে, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০>>

দক্ষিণ চীন সাগরে আসিয়ানের যৌথ সামরিক মহড়া পরিকল্পনায় বাধ সাধলো কম্বোডিয়া

কম্বোডিয়া ঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দক্ষিণ চীন সাগরে আসিয়ানএর যৌথ সামরিক মহড়া পরিকল্পনায় একটি কূটনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করলো কম্বোডিয়া। এই আঞ্চলিক জোট ও বেইজিংএর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায়, এটি হলো প্রধানমন্ত্রী হুন সেনএর সর্বসাম্প্রতিক পরীক্ষামূলক উদ্যোগ। ইন্দোনেশিয়ার সামরিক কমান্ডার অ্যাডমিরাল ইউডো মারগোনো বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছেন, তার আঞ্চলিক সহপক্ষগুলো সেপ্টেম্বরে যৌথ সামরিক মহড়া অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মতো সম্মত হয়েছে। রয়টার্স জানিয়েছে, মাগোর্নো বলেছেন, মহড়াগুলো আসিয়ান কেন্দ্রিকতা জোরদার করার ওপর আলোকপাত করবে। তবে, ইন্দোনেশিয়ার একজন সামরিক মুখপাত্র এই উদ্যোগকে এশিয়ার, বিশেষ করে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বিপর্যয়ের উচ্চ ঝুঁকি বলে উল্লেখ করেছেন। ইন্দোনেশিয়ার মতে, প্রস্তাবিত সামরিক মহড়ায় যুদ্ধঅনুশীলন অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। কম্বোডিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জেনারেল চুম সোচেত শুক্রবার ভয়েস অফ আমেরিকার খেমার সার্ভিসকে বলেন, সেনাবাহিনী এখনো, তার ভাষায় ইন্দোনেশিয়ার অনুরোধের প্রতি, তাদের অবস্থান নিশ্চিত করেনি।

বাজার দর
SENSEX : 63228.51 +85.35
NIFTY : 18755.90 +39.75

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
39.00 °c	30.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .36 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .02 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

সার্ব অধ্যুষিত অঞ্চলে অস্থিরতা হ্রাসের পরিকল্পনা উপস্থাপন করলেন কসোভোর প্রধানমন্ত্রী

কসোভো ঃ কসোভোর প্রধানমন্ত্রী দেশটির সার্বঅধ্যুষিত উত্তরাঞ্চলে অস্থিরতা কমানোর লক্ষ্যে মঙ্গলবার একটি পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। এই পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে, নতুন স্থানীয় নির্বাচনের আয়োজন ও বিশেষ পুলিশ বাহিনীর আকার কমানোর উদ্যোগ। অঞ্চলটির স্বাধীনতার পক্ষে থাকা পশ্চিমা মিত্রদের চাপের মুখে নতি স্বীকার করে এই পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন তিনি। গতমাসে স্থানীয় নির্বাচনের পর, আলবেনীয় জাতিগোষ্ঠীর মেয়রগণ দায়িত্ব গ্রহণ করার পর, সেখানে সংঘর্ষ হলে, অন্তত ৩০ জন শান্তিরক্ষী এবং ৫২ জন সার্বীয় নাগরিক আহত হন। সার্বীয় নাগরিকরা নির্বাচন বর্জন করে এবং সেই নির্বাচনে ভোট পড়ে মাত্র ৩ দশমিক ৫ শতাংশের মতো। সার্বীয় জনগোষ্ঠী এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ। মেয়রদের প্রত্যাহার করতে ও তাদেরকে এই পদে বসানোর জন্য ব্যবহৃত বিশেষ পুলিশবাহিনীকে সরিয়ে নিতে প্রধানমন্ত্রী আলবিন কুর্তির প্রতি আহবান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তারা, ঐ অঞ্চলে স্বায়ত্বশাসিত সার্ব মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠার জন্য ২০১৩ সালের চুক্তির প্রতি সমর্থন জানায়। কুর্তি বলেন, সহিংস (সার্ব) গোষ্ঠীগুলোকে কসোভোর ভূখণ্ড থেকে সরানো হয়েছে (এবং এ কারণে) পৌরসভার ৩টি ভবনে কসোভো পুলিশের উপস্থিতি কমানো হবে। কুইন্ট গ্রুপ নামে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি ও ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে বৈঠকের পর আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে কুর্তি বলেন, কসোভো প্রজাতন্ত্রের সরকার সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে সমন্বয় করে উত্তরাঞ্চলের ৪টি পৌরসভায় আগাম নির্বাচন আয়োজনের ঘোষণা দেবে। তিনি জানান, এ বিষয়ে তার পরিকল্পনা তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের কাছে উপস্থাপন করেছেন এবং ব্রাসেলসে সার্বিয়া ও কসোভোর কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরবর্তী বৈঠক আয়োজনের আহ্বান জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তর ব্রাসেলসে অবস্থিত। কুর্তি, সার্বীয় অধ্যুষিত এলাকায় পৌরসভাগুলোর একটি সমিতি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কিছু বলেননি। এ ধরনের উদ্যোগে, সার্বীয় জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের বৃহত্তর পরিসরের স্বায়ত্ত শাসন নিশ্চিত হতো। তবে বরাবরই তিনি এ চুক্তি বাস্তবায়নে অনীহা প্রকাশ করে আসছেন। তার আশংকা, এ ধরনের উদ্যোগ, এই অঞ্চলকে আবার সার্বিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে। নতুন নির্বাচন আয়োজনের আগে, সার্বীয়দের জন্য অধিকতর স্বায়ত্ত শাসন নিশ্চিত করাতে, গত সপ্তাহে কসোভোর প্রতি অনুরোধ জানান সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেকসান্দার ভুচিচ। কসোভো ২০০৮ সালে সার্বিয়া থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন দেশের ঘোষণা দেয়, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এর আগে, প্রায় এক দশক ধরে দেশটির ৯০ শতাংশ আলবেনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী, সার্বীয় শাসকগোষ্ঠীর দমনপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে।

জার্মানিতে গরমে বছরে ২০ হাজার মৃত্যু ঃ স্বাস্থ্যমন্ত্রী

বার্লিন ঃ জার্মানির স্বাস্থ্যমন্ত্রী কার্ল লাউটারবাখ মঙ্গলবার জানান, তীব্র গরমে নানান অসুখে ভুগে জার্মানিতে প্রতিবছর পাঁচ থেকে ২০ হাজার মানুষের মৃত্যু হচ্ছে।

এমন মৃত্যু ঠেকাতে শিগগিরই একটি 'হিট প্রোটেকশন প্ল্যান' তৈরির পরিকল্পনা করেছেন তিনি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে জার্মানিতে গরম আরও বাড়বে বলে মনে করছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী লাউটারবাখ। তিনি বলেন, ''আমরা যদি কিছু না করি তাহলে প্রতিবছর আমরা কয়েক হাজার প্রাণ হারানো, যা অপ্রয়োজনীয়।''

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমাদের বুঝতে হবে যে গরম সংক্রান্ত মৃত্যু প্রতিরোধে জার্মানি ভালো অবস্থানে নেই।''

জার্মানির আবহাওয়া অফিস ডিডাব্লিউডি জানিয়েছে, তথ্য সংগ্রহ শুরু হওয়ার পর জার্মানি ও ইউরোপে ২০২২ সালটি উষ্ণতম বছরগুলোর একটি ছিল।

ফ্রান্সকে অনুসরণ করে একটি হিট প্রোটেকশন প্ল্যান করার পরিকল্পনা করছেন জার্মানির স্বাস্থ্যমন্ত্রী লাউটারবাখ। ২০০৩ সালে প্রচণ্ড গরমে কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যুর পর ফ্রান্স এ ধরনের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। এর আওতায় জনসচেতনতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন, বাড়িতে গিয়ে পরামর্শ দেয়া, বিভিন্ন জায়গায় শীতলীকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, তথ্য পর্যবেক্ষণ করা ইত্যাদি করা হয়ে থাকে।

জার্মানির হিট প্রোটেশন প্ল্যানে তাপপ্রবাহের মাত্রা অনুযায়ী কয়েকটি স্তর ঠিক করা হবে। এবং প্রতিটি স্তরের জন্য করণীয় কিছু কাজ নির্দিষ্ট করা থাকবে। যেমন সময় হলে হিটস্ট্রোকের লক্ষণ ও করণীয় সম্পর্কে অসুস্থ ও বয়স্ক মানুষদের বার্তা পাঠানো, জনসমাগম বেশি হয় এমন জায়গায় শীতলীকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, বিনামূল্যে খাবার পানির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কাজ করা হতে পারে।

হিট প্রোটেশন প্ল্যান চূড়ান্ত করতে নার্স, চিকিৎসক, স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা, ক্লিনিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে শিগগিরই আলোচনায় বসবেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এ বছরই এই প্ল্যান বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করছেন তিনি।

যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে সম্মত জেদ্দা আলোচনার প্রতিশ্রুতি মানছে না সুদানের যুদ্ধরত দলগুলো ঃ যুক্তরাষ্ট্র

জেদ্দা ঃ সুদানের যুদ্ধরত দলগুলো যুক্তরাষ্ট্র এবং সৌদি আরবের মধ্যস্থতায় একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার জন্য আলোচনার টেবিলে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা তারা কেউই মেনে চলছে না। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা মঙ্গলবার একথা বলেছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে, ওয়াশিংটনে সংবাদদাতাদের সাথে এ কথা বলেন ওই কর্মকর্তা। তিনি বলেন, আমরা তাদের যে বিন্যাস দিয়েছি, তারা স্পষ্টতই তা মানছে না। ফলে, শত্রুতা হানাহানি স্থায়ীভাবে বন্ধ করার জন্য ধাপে ধাপে এই প্রক্রিয়ার যে শর্তে তারা যেভাবে সম্মত হয়েছিল, তা আর সফল হচ্ছে না। সুদানের নিয়মিত সেনাবাহিনী এবং আধাসামরিক র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) এর মধ্যে প্রায় দুই মাস ধরে যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধে প্রায় ২০ লাখ লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে এবং দেশটির অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। উপরন্তু, ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং প্রচণ্ড পানীয় জলের সংকটে পড়েছে বেসামরিক নাগরিকরা। জেদ্দার শান্তি আলোচনা স্থায়ীভাবে যুদ্ধ থামাতে ব্যর্থ হয়েছে এবং রবিবার প্রায়ই লঙ্ঘিত যুদ্ধবিরতি চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সংঘর্ষ আরও তীব্রতর হয়। সোমবারও সুদানের রাজধানী খার্তুমের বেশ কয়েকটি এলাকা বিমান হামলা, কামান ও বন্দুকের গোলাগুলিতে মুহুর্মুহু কেঁপে ওঠে। অবিরত লড়াইয়ের ফলশ্রুতিতে বেসামরিক নাগরিকরা একটি ক্রমবর্ধমান মানবিক সংকটের বলয়ে আটকা পড়ে আছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রকের দ্বিতীয় উর্ধ্বতন ওই কর্মকর্তা সংবাদদাতাদের বলেছেন, বিবদমান পক্ষগুলির মধ্যে একটি প্রবল উপলব্ধি ছিল যে, কোনও রকম গ্রহণযোগ্য সামরিক সমাধান বলতে গেলে প্রায় সুদূর পরাহত। কর্মকর্তাটি বলেন, এখন পর্যন্ত একটি দীর্ঘ যুদ্ধবিরতি এবং বিস্তৃত শত্রুতা স্থায়ীভাবে বন্ধ করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে তাদের ইচ্ছার কোনও প্রতিফলন পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

অসহায় সিরিয়ানদের সাহায্য অর্ধেক করতে চলেছে অর্থাভাবে থাকা বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি

জেনেভা ঃ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী বা ডাব্লিউএফপি মঙ্গলবার বলেছে, চলতি বছরের শেষ নাগাদ তাদের কর্মসূচির তহবিলের জন্য কমপক্ষে ১৮ কোটি ডলার অনুদান না পেলে, আগামী মাসে ২৫ লাখ সিরিয়ানের খাদ্য সহায়তা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হতে হবে।

ডাব্লিউএফপি সিরিয়ার পরিচালক কেন ক্রসলে এক বিবৃতিতে বলেছেন, রেশনের আকার আরও হ্রাস করা অসম্ভব এক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র সমাধান হল প্রাপকদের সংখ্যা হ্রাস করা। আমরা যে সব লোকেদের সেবা করে আসছি, তারা সংঘাত পরবর্তী বিপর্যয় সহ্য করে কোনমতে টিকে আছে, কেউবা তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে, অনেকেই পরিবারের সদস্যদের হারিয়েছে এবং কারো কারো জীবিকা বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের সহায়তা ছাড়া এইসব মানুষের কষ্ট আরও তীব্র হবে।

ডাব্লিউএফপি বর্তমানে সিরিয়ায় প্রায় ৫৫ লাখ মানুষকে সহায়তা করছে। সংস্থাটি বলেছে, কঠোর কাটছাঁট করা না হলে, আগামী অক্টোবরের মধ্যে তাদের খাদ্য ভাণ্ডার সম্পূর্ণরূপে ফুরিয়ে যাবে।

গত প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা সংঘাতের পর, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সঙ্কট উপরন্তু ফেব্রুয়ারিতে একের পর এক মারাত্মক ভূমিকম্পের ফলে, অনেক সিরিয়ান কোন রকমে জীবন ধারণ করে আছেন। ডাব্লিউএফপি বলছে, এমনকি যারা নিয়মিত খাদ্য সহায়তা পান, তারাও সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন।

সামগ্রিকভাবে, জাতিসংঘ বলেছে, ১ কোটি ৫৩ লাখ বা দেশটির মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশের কোনো না কোনো ধরণের মানবিক সহায়তা প্রযোজন। এছাড়া, দেশটির অর্ধেকেরও বেশি মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, অপুষ্টির শিকার এবং বিশেষ করে শিশুদের দীর্ঘস্থায়ী পুষ্টিহীনতা ভয়াবহ মাত্রায় পৌঁছেছে।

বুধবার এবং বৃহস্পতিবার, ব্রাসেলসে সিরিয়া ও ওই অঞ্চলের ভবিষ্যত বিনির্মাণ বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের এক সম্মেলনের আযোজন করবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। সম্মেলনের লক্ষ্য ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোসহ আযোজক দেশটিতে সিরিয়ানদের জন্য আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক সহায়তা পুনরুজ্জীবিত করা।

মনোনয়ন

বীরভূমের আমেদপুরোও বিজেপি কর্মীদের রাস্তায় ফেলে মারা হয়েছে বলে অভিযোগ

অশান্ত ভাঙড়, রণক্ষেত্র ক্যানিং, বীরভূম, এ কীসের যুদ্ধ?

কলকাতা ঃ পঞ্চায়েতে মনোনয়ন নিয়ে ভয়ংকর অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে। দেখে মনে হচ্ছে, যেন যুদ্ধ হচ্ছে। শুধু বোমা, গুলি, লাঠি, বাঁশ দিয়ে মার।

মঙ্গলবার সারাদিন ধরে ভাঙড় ছিল অশান্ত। আইএসএফ প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র পেশ করতে গেলে বিডিও অফিসের কাছে মুড়িমুড়কির মতো বোমা পড়ে, গুলি চলে। সেই সঙ্গে চলে বাঁশ, লাঠি, বোতলের ব্যবহার। সবকিছুই হয়েছে পুলিশের সামনে। বুধবার আবার ভাঙড়ে একই ছবি। এদিন ভাঙড়এক নম্বর ব্লকে আইএসএফ নেতা শওকত মোল্লা মনোনয়নপত্র জমা দেবেন বলে ঠিক ছিল। আর সকাল থেকে দলে দলে তৃণমূল কর্মী লাঠি, হাঁসুলি, বাঁশ ইত্যাদি নিয়ে প্রস্তুত ছিল। তাদের প্রথম রাগ গিয়ে পড়ে সংবাদমাধ্যমের উপর।

টিভি৯-এর সাংবাদিক সায়ন্তকে বাঁশপেটা করা হয়। চিত্রসাংবাদিককে হাঁসুলি দিয়ে মারার চেষ্টা করা হয়। মুখে কালো কাপড় বাঁধা একদল যুবক সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের ঘিরে ধরে। দাবি, তারা কোনো খবর দেখাতে পারবেন না।

ভাঙড়ে তৃণমূল নেতা শাজাহান মোল্লার নেতৃত্বে মিছিল বের হয়। সেখানে অনেকের হাতেই ছিল লাঠি, বাঁশ। মিছিল থেকে বোমা ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। ভাঙড়ে এদিন প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। তা সত্বেও এই গোলমাল সমানে চলছে।

ভাঙড়ের তৃণমূল কর্মীরা বিডিও অফিসের সামনে লাঠি, বাঁশ নিয়ে ঘুরছে। টিভির ক্যামেরায় তৃণমূল কর্মীরা বলেছেন, তাদের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। তারা এখন আইএসএফ নেতার পিঠের চামড়া তুলে নেবেন। অ্যাকশন হবে। আইএসএফ প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র পেশ করতে দেয়া হবে না।

সাড়ে দশটা থেকে বেলা সওয়া একটা পর্যন্ত ভাঙড় ছিল মুক্তাঞ্চল। আইএসএফের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র পেশ করতে দেয়া হয়নি। সওয়া একটার পর পুলিশের বিশাল দল ও অফিসাররা সেখানে যায়। তারপরেও তৃণমূল কর্মীরা বিডিও অফিসের সামনে দল বেঁধে দাঁড়িয়েছিল।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল লড়াই হয়। বাসন্তী হাইওয়েতে দুই দলের মধ্যে বোমা ও গুলির লড়াই চলে। একজন গুলিবিদ্ধ হন। রাস্তা অবরোধ শুরু হয়। এত বেশি বোমা পড়ছিল যে, দেখে মনে হচ্ছিল ক্যানিং যেন একটা যুদ্ধক্ষেত্র। এই লড়াই আদি তৃণমূল বনাম যুব তৃণমূলের মধ্যে বলে অভিযোগ।

ক্যানিংয়ে সিপিএমের একটি অফিসও ভেঙে দেয়া হয়। বাঁকুড়ার ইন্দাসে বিজেপি প্রার্থীরা মিছিল করে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যান। পাল্টা জমায়েত ছিল তৃণমূলের। সেসময় পুলিশ বিজেপি কর্মীদের উপর লাঠি চালায় বলে অভিযোগ।

ইন্দাসে দুইটি গাড়ি থেকে প্রচুর বোমা উদ্ধার। জরুরি তলব পেয়ে এই বোমা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে পুলিশ মনে করছে।

বীরভূমের আমেদপুরোও বিজেপি কর্মীদের রাস্তায় ফেলে মারা হয়েছে বলে অভিযোগ।

মালদহ থেকেও প্রচুর বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

প্রার্থী ও পরিবারের মানুষকে মার

বীরভূমে সিপিএমের এক নারী প্রার্থী ও তার পরিবারকে মারা হলো। অভিযোগ তৃণমূলের কর্মীরা এই কাজ করেছে। ওই প্রার্থী আসিয়া বিবি ও তার স্বামী এবং অন্যদের বলা হয়, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে হবে। তারা তাতে রাজি না হলে শুরু হয় বেধড়ক মার। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে।

মুর্শিদাবাদের ঘটনা

মুর্শিদাবাদের রানিনগরে একইরকমভাবে ভয় দেখিয়ে বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করানোর চেষ্টা হয়েছে। প্রার্থীদের মারা হয়েছে। রানিনগরের অবস্থা এমনই যে, তিন বিরোধী দলের প্রার্থীরা একসঙ্গে গাড়ি করে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেছেন।

আদালতে আইএসএফ, সিপিএম

ভাঙড়ের সহিংসতা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ আইএসএফ ও সিপিএম। এই দুই দলের পঞ্চায়েতে জোট হয়েছে। যেভাবে ভাঙড়ে মঙ্গল ও বুধবার ব্যাপক হাঙ্গামা হয়েছে, বিরোধীদের মনোন.নপত্র পেশ করতে দেয়া হয়নি, তানিয়েই হাইকোর্টের কাছে আবেদন জানিয়েছে দুই বিরোধী দল।

একদিনের সফরে কোচবিহার এলেন বিহারের প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ সুশীল মোদী

কোচবিহার : একদিনের সফরে কোচবিহার এলেন বিহারের প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ সুশীল মোদী। এদিন তিনি কোচবিহারে সফরে প্রথমেই তিনি কোচবিহারের রাজ প্রাসাদ পরিদর্শন করেন এবং কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরে যান এবং মন্দিরে পুজো দেন। সুশীল মোদির সাথে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা বিজেপি সভাপতি তথা উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকুমার রায়, দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্বরা। কোচবিহার জেলা বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুশীল মোদী জানান, তিনি এই প্রথম কোচবিহার সফরে এলেন। তাই কোচবিহার ঐতিহ্যবাহী নিদর্শনগুলি পরিদর্শন করতে বেরিয়েছেন। এছাড়া দিন তিনি মোদি সরকারের নবম বর্ষের উন্নয়ন নিয়ে বিস্তরভাবে আলোচনা করেন। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের দুর্নীতি নিয়ে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তৃণমূল সরকারকে।

মাদক কারবারিকে হাতেনাতে ধরে ফেললো এলাকার বাসিন্দারা। দেওয়া হল গণপিটুনি

মালদা : এক মাদক কারবারিকে হাতেনাতে ধরে ফেললো এলাকার বাসিন্দারা। দেওয়া হল গণপিটুনি। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার মির্জাপুর মোড় এলাকায়। পরে ওই মাদক কারবারিকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরাতন মালদার শহর এলাকায় বেড়েছে প্রচুর মাদক নেশার কারবার। এর ফলে যুবসমাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এমনকি মাদকাসক্ত যুবকেরা মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছে। বেশ কিছু যুবক অবাধে মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এবং প্রকাশ্যে বিক্রি করছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনা সংশ্লিষ্ট এলাকার কিছু যুবকের নজরে আসে এবং মাদক বিক্রি করার সময় অভিযুক্ত যুবককে হাতেনাতে ধরে ফেলে এবং লোকজন জমায়েত হলে শুরু হয় উত্তম মধ্যম। অবশেষে মালদা থানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় ওই মাদক কারবারিকে। যদিও এখন পর্যন্ত ধৃত ওই যুবকের নাম ও ঠিকানা পাওয়া যায় নি। পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ।

ওড়িশার বালাসোরে আপ করমন্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় ২৩ বছর বয়সী মালদার বাসিন্দার মৃত্যু হয়েছে

মালদা : উড়িষ্যার বালেশ্বরে আপ করমন্ডল এক্সপ্রেসে দুর্ঘটনায় মৃত মালদা জেলার চাঁচল থানার ধানগাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিয়াঘাট পূর্বপাড়ার বাসিন্দা বছর ২৩'র মাশরেকুল।চেন্নায় তে কাজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল সে।গতকাল রাতে দুর্ঘটনার খবর জানাজানি হতেই পরিবারের লোকের উৎকণ্ঠা শুরু হয়।ভোর নাগাদ মাশরেকুলের মৃত্যুর খবর আসে।কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার।শোকের ছায়া এলাকায়।বাড়িতে রয়েছে বাবা,মা,স্ত্রী এবং বছর ৬ এর ছেলে ও ১ বছরের কন্যা।পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিলেন মাশরেকুল।একদিকে পুত্র হারানোর যন্ত্রনা অন্যদিকে ভবিষ্যতের চিন্তা। সবমিলিয়ে অন্ধকার গ্রাস করেছে পরিবারে।

১ কেজি ব্রাউন সুগারসহ ৫ নারীসহ গ্রেফতার ৭ লাখ ৯ হাজার ৯০০ টাকা

শিলিগুড়ি : SOG ও ভক্তিনগর থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে শিলিগুড়ির আমতলা চয়নপাড়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার ৫ জন, উদ্ধার ব্রাউন সুগার ও নগদ। রবিবার গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে ওই এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান চালায় SOG ও পুলিশ। সেখান থেকে উদ্ধার হল ১ কেজি ব্রাউন সুগার ও ৭ লক্ষ ৯ হাজার ৯০০ টাকা। ঘটনায় দুজন মহিলা সহ মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা হল শেখ অসমত আলী, মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা, তৃপ্তিময় বৈদ্য নদিয়ার বাসিন্দা, রুবি বিশ্বকর্মা শিলিগুড়ির জ্যোতিনগরের বাসিন্দা, গদাই বিশ্বাস ও সরস্বতী বিশ্বাস। জানা গিয়েছে, গদাই ও সরস্বতী সম্পর্কে স্বামী স্ত্রী। এদিন গদাই বিশ্বাসের বাড়িতেই এই অভিযান চালায় পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

স্বচ্ছভাবে নিয়োগ হোক, কলকাতা পুলিশের পরীক্ষা দিতে আসা চাকরী প্রার্থীরা এমনটাই দাবি

জলপাইগুড়ি : স্বচ্ছভাবে নিয়োগ হোক, কলকাতা পুলিশের পরীক্ষা দিতে আসা চাকরী প্রার্থীরা এমনটাই দাবি করছেন জলপাইগুড়িতে। রবিবার রাজ্যের জেলায় জেলায় কলকাতা পুলিশের পরীক্ষা হচ্ছে। পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগের পরিক্ষা হচ্ছে। জলপাইগুড়িতে কড়া পুলিশে নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে পরিক্ষা কেন্দ্রে ঢোকানো হচ্ছে চাকরি প্রার্থীদের। তবে সম্প্রতি একের পর এক চাকরি দুর্নীতি সামনে এসেছে। দীর্ঘদিন চাকরি করার পরও অনেকের চাকরি বাতিল হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কলকাতা পুলিশের চাকরির জন্য পরীক্ষা দিতে আসা চাকরি প্রার্থীরা চান স্বচ্ছভাবে নিয়োগ হোক। মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ। তবে অনেকে আশাবাদী ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজ্য স্বচ্ছভাবেই নিয়োগ করাবে।

শিলিগুড়ির নেতাজি পল্লীর প্রধান সড়ক উন্নয়ন ও মেরামতি কাজের প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শনে মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ির নেতাজি পল্লীর প্রধান সড়ক উন্নয়ন ও মেরামতি কাজের প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শনে গেলেন মেয়র গৌতম দেব।শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৩ লক্ষ ৯৮ হাজার ১৭২ টাকা অর্থানুকূল্যে পুরনিগমের ২২ নং ওয়ার্ডের নেতাজী পল্লীর প্রধান সড়ক উন্নয়ন ও মেরামতি কাজ করবে শিলিগুড়ি পুরনিগম। সেই লক্ষ্যে প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে রবিবার সকালে ওই এলাকা পরিদর্শনে গেলেন মেয়র গৌতম দেব। কিভাবে কাজ শুরু হবে এবং কি কি প্রয়োজন রয়েছে তা যাচাই করে দেখেন তিনি।

রায়গঞ্জ রেলস্টেশন থেকে শুরু হল বৈদ্যুতিক ট্রেন পরিষেবা

উত্তর দিনাজপুর : ৪ জুন ছিল উত্তর দিনাজপুরের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। রায়গঞ্জ রেলস্টেশন থেকে চালু হল বৈদ্যুতিক ট্রেন। রায়গঞ্জ রেলস্টেশনে উপর দিয়ে ছুটতে শুরু করলো ইলেকট্রিক চালিত ট্রেন। দীর্ঘদিন ধরেই ইলেকট্রিক ট্রেনের কাজ চলছিলো রাধিকাপুর বারসই লাইনের কাজ অবশেষে সেই প্রতিক্ষার অবসান হলো। রাধিকাপুর কাটিহার প্যাসেঞ্জার ইলেকট্রিক ট্রেন দিয়ে এদিন ইলেকট্রিক ট্রেন লাইনের শুভ উদ্বোধন করেন কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম শুভেন্দু কুমার চৌধুরী এবং রায়গঞ্জের সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।

বালাসোরে ট্রেন দুর্ঘটনা থেকে পালিয়ে কোচবিহারে ফিরলেন ৩ যুবক, তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তৃণমূল নেতা

কোচবিহার : উড়িষ্যার বালেশ্বরে করমন্ডল এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনার কবলে শীতলকুচি ব্লকের কচুয়ারপাড় এলাকার হারান নমদাস।স্ত্রীর দিদির বরের সাথে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি।ট্রেন দুর্ঘটনার পর ট্রেন থেকে ছিটকে পাশের জঙ্গলে পড়ে যান হারান নমদাস।এতে হাত এবং কোমড়ে চোট পান তিনি। কিন্তু তার সাথে থাকা স্ত্রীর দিদির বরকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। অবশেষে সেখানকার বাসিন্দা এবং রেল পুলিশের সহযোগিতায় ট্রেনে চেপে কাল রাত ১০ টার দিকে বাড়িতে এসে পৌঁছান হারান।শোনালেন সেই হাড়হিম করা ঘটনার কথা।রবিবার সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়িতে পৌঁছেছেন তৃণমূল নেতা পার্থ প্রতিম রাই। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে যে দুর্ঘটনার ট্রেনটিতে কোচবিহার জেলার ৭ জন যাত্রী ছিলেন। তবে তাদের মধ্যে মাত্র ৪ জনের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে ৩ জন দেশে ফিরেছেন। বাকিদের খোঁজ চলছে।

প্রকৃতি বাঁচাও ভবিষ্যৎ বাঁচাও স্লোগানে শিলিগুড়ি থেকে গোরুমারা পর্যন্ত সাইকেল র‍্যালি

শিলিগুড়ি : পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিয়ে প্রকৃতি বাঁচাও ভবিষ্যৎ বাঁচাও স্লোগান নিয়ে শিলিগুড়ি থেকে গোরুমরা পর্যন্ত একটি সাইকেল র‍্যালি বের করা হল।লাগাম ছাড়া গরমে নাজেহাল শহরের মানুষ। দিন দিন উষ্ণতা যেন বেড়েই চলেছে। অবাধে গাছ কাটার ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন লাফিয়ে বাড়ছে। পরিবেশ রক্ষায় সেফ নেচার সেভ ফিউচার এই স্লোগান কে সামনে রেখে শিলিগুড়ি লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাট এবং এয়ার ভিউ মোড় থেকে লাটাগুড়ির গরু মারা অভয়ারণ্য পর্যন্ত এক সাইকেল যাত্রা সূচনা করে উত্তরের পরিবেশ মঞ্চ। আজ সকাল ছটায় ফ্লাগ অফ করে এই সাইকেল যাত্রা সূচনা করেন মহানগরী গৌতম দেব শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ ।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

স্বচ্ছভাবে নিয়োগ হোক, কলকাতা পুলিশের পরীক্ষা দিতে আসা চাকরী প্রার্থীরা এমনটাই দাবি

জলপাইগুড়ি : স্বচ্ছভাবে নিয়োগ হোক, কলকাতা পুলিশের পরীক্ষা দিতে আসা চাকরী প্রার্থীরা এমনটাই দাবি করছেন জলপাইগুড়িতে। রবিবার রাজ্যের জেলায় জেলায় কলকাতা পুলিশের পরীক্ষা হচ্ছে। পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগের পরিক্ষা হচ্ছে। জলপাইগুড়িতে কড়া পুলিশে নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে পরিক্ষা কেন্দ্রে ঢোকানো হচ্ছে চাকরি প্রার্থীদের। তবে সম্প্রতি একের পর এক চাকরি দুর্নীতি সামনে এসেছে। দীর্ঘদিন চাকরি করার পরও অনেকের চাকরি বাতিল হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কলকাতা পুলিশের চাকরির জন্য পরীক্ষা দিতে আসা চাকরি প্রার্থীরা চান স্বচ্ছভাবে নিয়োগ হোক। মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ। তবে অনেকে আশাবাদী ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজ্য স্বচ্ছভাবেই নিয়োগ করাবে।

তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাসের ওপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

জলপাইগুড়ি : তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাসের ওপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল করা হয় জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাটকাটা ও বারো পাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন রংধামালি এলাকায়। তৃণমূলের পতাকা নিয়ে রাস্তায় হাঁটেন চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার মানুষ।এলাকায় মাদক বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেন আন্দোলনকারীরা। মিছিলের মধ্য দিয়ে মাদক কারবারীদের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি দেন তৃণমূল নেতা কর্মীরা। মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে শুক্রবার রাতে আক্রান্ত হন তৃণমূলের এসসি, এসটি, ওবিসি সেলের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাস। অভিযোগ, রড , লাঠি নিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালায় দুস্কৃতীরা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের রংধামালি সংলগ্ন ডোডালিয়া হেলথ সেন্টার এলাকায়। বেআইনি মদ বিক্রি ও অসামাজিক কাজকর্ম রুখতে গিয়েই তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস দুস্কৃতীদের হামলার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস সহ আরও একজন।

মনোনয়নকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) – চোদ্দো জুন বুধবার আইএসএফ সমর্থিত নির্দল প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিতে এলে মারধরের অভিযোগ তৃনমূলের বিরুদ্ধে । মুরারই একনং ব্লকের ডুমুরগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েতের আইএসএফ সমর্থিত নির্দল প্রার্থী আমিরুল শেখ মুরারই একনং ব্লকে মনোনয়নপত্র জমা দিতে আসার সময় ব্লকের দরজায় ঢোকার আগে শাসকদলের কর্মীরা মারধর করে মনোনয়ন ছিড়ে দেয় বলে অভিযোগ । মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল । ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মুরারই থানার পুলিশ । এই ঘটনায় দুইজনকে আটক করেছে পুলিশ ।

মনোনয়ন জমা বিকাশ রায়চৌধুরীর

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)– বীরভূম জেলাপরিষদের তেরো নং আসন ইলামবাজার থেকে তৃনমূলের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বিকাশ রায়চৌধুরী । বুধবার বোলপুর মহকুমাশাসক অফিসে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন । নানুর থেকে জেলাপরিষদের তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন কাজল শেখ । যদিও এবার জেলাপরিষদ আসনে টিকিট পায় নি বীরভূম জেলাপরিষদের বিদায়ী পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কেরিম খান । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী ।

বোমা উদ্ধার শাল নদীর তীরে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)– গোপনসূত্রে খবর পেয়ে শাল নদীর তীরে ধগ্রাম থেকে এক ড্রাম তাজা বোমা উদ্ধার করে দুবরাজপুর থানার পুলিশ । পাঁচিশটি বোমা ছিল বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে । বোম্ব স্কোয়াড এসে বোমাগুলো নিস্ক্রিয় করে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দুবরাজপুর থানার পুলিশ ।

ডিসেম্বরের মধ্যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লক চালু হবে সুশীল কুমার মোদী

শিলিগুড়ি : আজ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে সুপার স্পেশালিটি ব্লক এর পরিদর্শনে এলেন ভারতীয় জনতা পার্টি বিহার রাজ্যসভার সাংসদ সুশীল কুমার মোদী।সুপার স্পেশালিটি ব্লক উত্তরবঙ্গ মেডিকেল হাসপাতাল পরিদর্শন করে তিনি জানান ভারত সরকার বাংলায় তিন জায়গায় সুপার স্পেশালিটি চালু করার অনুমতি দিয়েছিলেন।তার মধ্যে দু জায়গায় অর্থাৎ মালদা এবং বাঁকুড়াতে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরী হয়ে গেছে কিন্তু উত্তরবঙ্গে তৈরী হতে চার বছর সময় লেগেছে ।এই বিষয়ে তিনি দিল্লি তে কথা বলবেন বলে জানালেন এবং তিনি আস্বাশ দিলেন ডিসেম্বর এর মধ্যে সুপার স্পেশালিটি ব্লক উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল অভ্যন্তরীণ বিভাগ পুরোপুরিভাবে চালু করার।

শিলিগুড়ির মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজের কাছে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে আগুন, ঘটনাস্থলে দমকল

শিলিগুড়ি। মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজের কাছে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে আচমকায়া আগুন লাগায় চাঞ্চল ছড়ালো এলাকায়। ঘটনাস্থলে দমকল পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। শিলিগুড়ির মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজের কাছে সোমবার দুপুরে আচমকাই একটি বিদ্যুতের খুটিতে আগুন লেগে যায়। ঘটনা দেখে তড়িঘড়ি স্থানীয়রা খবর দেয় দমকলকে। ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অন্যদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা। তবে কি কারণে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখছে দমকল ও বিদ্যুৎ বিভাগ।

চাকরি না দিলে পথে বসব,হুশিয়ারি বিধায়কের

মালদা : ১০ লক্ষ টাকা নয়,করমন্ডল ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ২০ লক্ষ টাকা।তার সাথে দিতে হবে মৃতের পরিবারের সদস্যকে সরকারি চাকুরী।এমনটাই দাবি জানালেন মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি।দাবি না মানা হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছে রহিম বক্সি। মূলত,ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত মালতীপুরের বালুয়াঘাটে রবিবার রাতে কফিন বন্দি দেহ ফিরে মাসরেকুলের।শেষকৃত্যে সামিল হয়েছিলেন রাজ্যের দুই প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ও তাজমুল হোসেন।ছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া,পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব ও সভাধিপতি রফিকুল হোসেন,প্রমুখরা। শেষ কৃত্য সম্পন্ন হওয়ার পর রাজ্য সরকার তরফে আর্থিক ক্ষতিপূরণের পাঁচ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়।মাসরেকুলের স্ত্রী রুকসানার হাতে চেক তুলে দেওয়া হয় জেলা প্রশাসনের তরফে।পাশাপাশি আরোও দশ হাজার টাকা দেওয়া হবে।তিন মাস পর্যন্ত প্রাথমিক ত্রাণ দেওয়া হবে প্রশাসনের তরফে।এদিন বিধায়ক রহিম বক্সি বলেন,এই মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক।পেটের টানে ভিন রাজ্য ছুটতে হচ্ছে বাংলার মানুষকি।এরাজ্যে একশো দিনের কাজ স্থগিত করে দেওয়ায় অনেকে ছুটছে বাইরে।একশো দিনের কাজ থাকলে আজ এই দিন দেখত হতনা মাসরেকুলের পরিবারকে।মৃতের স্ত্রীকে চাকরি না দিলে পথে বসব।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন এস এফ রোড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন ব্যবসায়ীরা

শিলিগুড়ি। শহর শিলিগুড়ির এই আবহাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে সকল গুনিজনদের পাশাপাশি রাস্তায় নামেন এস এফ রোড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন।আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস এই দিনতে এই সংগঠনের ব্যবসায়ীরা শহরের একাধিক স্থানে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এস এফ রোড মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সম্পাদক অসিতবরণ মৈত্র শহরের বিশগষ্ট ব্যবসায়ী ছাড়াও নেফ্যে তরফ থেকে শংকর মজুমদার জলপাইমোড় সংলগ্ন রাস্তার ধারে গাছ লাগান।

অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণ ও লাঞ্ছিত করার চেষ্টা

মালদা : ভর সন্ধ্যায় এক অষ্টম শ্রেণীর স্কুলছাত্রীকে আমবাগান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীর এক যুবকের বিরুদ্ধে। ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় স্কুল ছাত্রীকে বেধড়ক মারধোর করার পাশাপাশি প্রাণী মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠল ওই অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে। বর্তমানে ওই স্কুল ছাত্রী চিকিৎসাধীন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। আক্রান্ত স্কুলছাত্রী স্থানীয় হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে পড়াশোনা করে বলে পরিবার সূত্রে জানা যায়। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সন্ধ্যায় পুরাতন মালদা থানার সাহাপুরের আমজাতপুর এলাকায়। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় অন্যান্য দিনের মতো গতকাল সন্ধ্যায় বাড়ির পাশেই আম বাগান জোগার দিচ্ছিলেন ওই স্কুল ছাত্রী। সেই সময় পিছন দিক থেকে অভিযুক্ত রাজু সেখ নামে এক যুবক ওই স্কুলছাত্রীকে মুখ বেঁধে তুলে নিয়ে যায় মহানন্দা নদীর ধারে। সেইখানে জোরপূর্বক ওই স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে অভিযুক্ত যুবক। এরপর ওই স্কুল ছাত্রীকে অভিযুক্ত যুবক বেধড়ক মারধোর করে ও প্রাণী মারার চেষ্টা করে।ওই স্কুল ছাত্রী চিৎকার করলে অভিযুক্ত যুবক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এরপর রাতেই পুরো ঘটনা পরিবারের সদস্যদের কে জানাই। এই বিষয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুরাতন মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। স্কুল ছাত্রীকে আজ সকালে নিয়ে আসে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে ওই স্কুল ছাত্রী।

বালেশ্বর ট্রেন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মালদা জেলার মোট ২৫ জন যাত্রী, ১ জনের মৃত্যু, ২ জন নিখোঁজ এবং বাকি চিকিৎসাধীন

মালদা : অভাবের তাড়নায় রুজি রুটির টানে মালদহ থেকে ভিন রাজ্যে কাজে গিয়েছিল পুরাতন মালদার স্বামীস্ত্রী। প্রায় দেড় মাস পর বেঙ্গালুরু থেকে কাজ সেরে চেন্নাই স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে বাড়ি ফেরার পথে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় উড়িষ্যার বালেশ্বরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় কবলে পড়ে স্বামীস্ত্রী। এতে গুরুতরভাবে দুজনেই জখম হয়ে বর্তমানে উড়িষ্যার সারোলা হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। বাড়িতে খবর পাওয়া মাত্রই পরিবারের সদস্যরা ভেঙে পড়েন। পাশাপাশি পরিবারের বড় ছেলে বালেশ্বরের উদ্দেশ্যে গতকালের রওনা দেয় তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে আনার জন্য।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতদের নাম পরিতোষ মন্ডল (৩৩) এবং সেবিকা মন্ডল (২৫) এরা দুজনেই স্বামী স্ত্রী। বাড়ি মালদহের পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানী অঞ্চলের খুনিবাথান বলরামপুর এলাকায়। তবে বাড়িতে রয়েছে দুই সন্তান ৮ বছরের মেয়ে এবং ৭ বছরের ছেলে। পাশাপাশি বাবামা এবং দাদা বৌদি।এদিকে জেলা প্রশাসন তথ্য অনুযায়ী, ইতিমধ্যে মালদা জেলার মোট ২৫ জন যাত্রী ওই ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তার মধ্যে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে, ৩ জন বাড়ি ফিরে এসেছে, ২ জন নিখোঁজ রয়েছে এবং বাকি ১৯ জন গুরুতর জখম অবস্থায় চিকিৎসাধীন। তারমধ্যে পুরাতন মালদার এই দুইজন স্বামীস্ত্রী রয়েছে। তবে যাত্রী সংখ্যা পরে আরো বাড়তে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে এবং মালদা টাউন স্টেশনে হেল্পডেক্স খোলা হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলার পঞ্চায়েত সদস্য কয়েকশ কর্মী ও সমর্থকদের সাথে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন

আলিপুরদুয়ার : আলিপুরদুয়ার জেলার তুরতুরি অঞ্চলের ১০১৮৩পার্টের বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য রাজকিসর খড়িয়া তৃণমূল কংগ্রেস দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রবিবার বিকেলে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করলেন তার সঙ্গে শতাধিক কর্মী সমর্থক যোগদান করলেন তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন জেলা কংগ্রেস কার্যকরী সভাপতি শান্তনু দেবনাথ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শুভঙ্কর সাহা সম্পাদক সুব্রত সাহা সেবা দলের চেয়ারম্যান অনন্ত দাস তুরতুরি অঞ্চলের পঞ্চায়েত নির্বাচনের চেয়ারম্যান সুশীল বিশ্বাস সহ বিভিন্ন নেতৃত্ব।।

শিলিগুড়ির ইসকন মন্দিরে পালিত হলো জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা

শিলিগুড়ি : জৈষ্ঠ্য মাসের পূর্ণিমা তিথি উপলক্ষে প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছরও শিলিগুড়ির ইসকন মন্দিরে পালিত হলো জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা। আজ থেকে পনেরো দিন পর শুরু হবে রথযাত্রার পূর্ণ মুহূর্ত। এদিন শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরে হাজার হাজার পুনর্নার্থীরা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে ইসকন মন্দিরে এসে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। দুধি মধু দই ও বিভিন্ন রকম ফলের রস দিয়ে জগন্নাথ বলরাম এবং সুভদ্রা কে স্নান করানো হয়। মন্দির কর্তৃপক্ষের থেকে জানা যায় এরপর কিছুদিন লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকবেন জগন্নাথ বলরাম এবং সুভদ্রা।আজকের এই শুভ দিনে শিলিগুড়ির সূর্জনগর মাঠে জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ির খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে শুরু হয় জগনাথ এর স্নান যাত্রা।

রাজ্যে শিল্প থাকলে মানুষ অন্য রাজ্যে কাজ করতে যেত না : জন বড়লা

আলিপুরদুয়ারঃ ট্রেন দুর্ঘটনায় এই রাজ্যের এমন অনেক আছে যারা অন্য রাজ্যে কাজ করতে গিয়েছিল তারা আহত হয়েছে অথবা মৃত্যু হয়েছে। কেন অন্য রাজ্যে কাজ করতে যেতে হবে যদি এই রাজ্যে শিল্প থাকতো তাহলে এখানকার মানুষদের অন্য রাজ্যে কাজ করতে যেতে হত না। রবিবার আলিপুরদুয়ারে বিজেপি ওবসি মোর্চার এক সভায় যোগ দিতে এসে একথা জানান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারলা । এদিন জন বারলা আরো জানান রাজ্য সরকার কেন্দ্রের সাথে শুধু ঝগড়া করছে মিলেমিশে কাজ করছেনা। কেন্দ্রীয় সরকারের বহু পরিকল্পনার সুবিধা এই রাজ্যের জনগণ পাচ্ছেনা । এই রাজ্যে কেন্দ্রের বহু পরিকল্পনা লাঘু হচ্ছেনা । এদিন জন বারলা আরো জানান আগামীতে রেলের সাথে মিলে আলিপুরদুয়ারে ২০০ বেডের হাসপাতাল তৈরি হবে। রাজ্য সরকার সহযোগিতা করলে অনেক কাজ করা যায় ।

উত্তরবঙ্গের পরিবেশ সংকোট ও সমাধানের উপর আলোচনা সভার আয়োজন হল শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি : উত্তরবঙ্গের পরিবেশ সংকোট ও সমাধানের উপর আলোচনা সভার আয়োজন হল শিলিগুড়িতে। হিমালয়ান নেচার এন্ড এডভেঞ্চার ফাউন্সডেশনের তরফে ওই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। রবিবার শিলিগুড়ির রামকিঙ্কর হলে ওই আলোচনা সভার আয়োজন হয়। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ বিশিষ্ট পরিবেশ বিদরা। এদিনের আলোচনা সভায় মূলত উত্তরবঙ্গের সবুজ, পরিবেশ রক্ষা ও বিশ্ব উষ্ণায়নের সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা হয়।

আজকের দিনটি

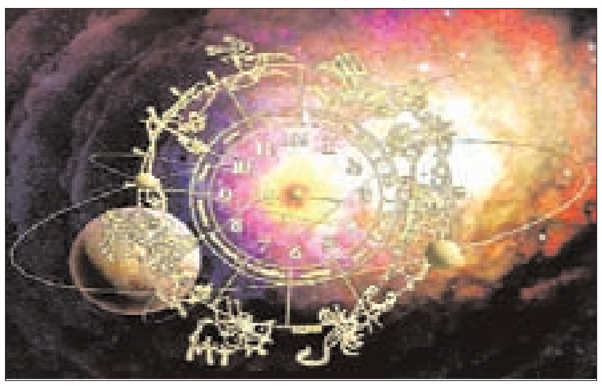

মেষ : পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ : প্রেমি–প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন : ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক : মান–সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ : মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা : স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক : লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা : সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা–বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ–ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু : নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর : পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ : স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন : ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

মহানগরের মালিগাঁও নির্মীয়মান উড়ালপুলের উপর থেকে লোহার প্লেট নিচে পড়ার দুর্ঘটনায় দুই ব্যক্তি আহত, এর মধ্যে একজন সংকটজনক

রাতে এক দিকের যাতায়াত বন্ধ রেখে উড়ালপুলের কাজ চলবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গুয়াহাটি মহানগরকে বর্তমান স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন প্রকল্প এবং নির্মাণ কাজ অব্যাহত রয়েছে। মহানগরে বেশ কয়েকটি উড়ালপুল নির্মাণের কাজ একসাথে চলছে। তবে গত কয়েকদিন ধরে এই প্রকল্প গুলো সংক্রান্ত একের পর এক দুর্ঘটনা হওয়ার পর মহানগরবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। এক মাসের মধ্যে দুই জায়গায় পানীয় জলের পাইপ ফেটে জল বিস্ফোরণ ঘটার পর এবার মালিগাঁও নির্মীয়মান উড়ালপুলের উপর থেকে লোহার প্লেট নিচে পড়ার দুর্ঘটনায় দুই ব্যক্তি আহত হয়েছেন। এর মধ্যে একজনের অবস্থা সংকটজনক। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে বিষয়টি খতিয়ে দেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফ্লাইওভারের কাজ শেষ করতে হবে বলে মন্তব্য করে রাতে এক দিকের যাতায়াত বন্ধ করে উড়ালপুলের কাজ চলবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে মঙ্গলবার বিকালে হঠাৎ করে মহানগরের মালিগাঁও নির্মীয়মান উড়ালপুলের উপর থেকে লোহার প্লেট নিচে পড়ে এক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। মালিগাঁও ৪ নম্বর রেলওয়ে গেটের কাছে থাকা প্রাগজ্যোতি সিনেমা হলে সম্মুখে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় উড়াল পড়লে উপর থেকে প্রায় ২০ ফিটের অধিক দৈর্ঘ্যের এই লোহার প্লেটটি নিচে সড়কে থাকা নয়ন কলিতা এবং জিমনি ডেকা নামের দুইজন ব্যক্তির উপরে পড়ে যায়। এর ফলে দুইজন ব্যক্তি গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। এই ঘটনার ফলে একটি বাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে নয়ন কলিতা নামের আদাবাড়ির বাসিন্দা ২৩ বছরের যুবক অতি সংকটজনক অবস্থায় আইসিইউ ভেন্টিলেশনে রয়েছে বলে জানা গেছে। স্বাগত হাসপাতালে ডাক্তাররা জানান এই যুবক মূলত মাথায়, মুখে এবং বুকে আঘাত পেয়েছেন। মূলত মগজে আঘাত পাওয়ায় বর্তমান সেই যুবক অচৈতন্য হয়ে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন ডাক্তার। একইভাবে জিমনি ডেকা বুকে এবং কোমরে আঘাত পেয়েছেন বলে জানা গেছে।

এই দুর্ঘটনা সংগঠিত হওয়ার কিছু সময়ের মধ্যেই ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন মালিগাঁও এ নির্মীয়মান এই সেতুর ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধা রয়েছে। যেহেতু এই সড়ক অত্যাধিক ব্যস্ততা পূর্ণ ফলে এই সড়কের উপর নির্মীয়মান উড়ালপুলের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই সেতু বানানোর কাজ হাতে নিত তাহলে তারা সর্বপ্রথম এই সড়কে যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে রাখত। কিন্তু রাজ্য সরকার সেটা করতে পারবে না। কারণ এই সড়কটি অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং অতি ব্যস্ততা পূর্ণ। নির্মীয়মান এই উড়ালপুলের কাজ শেষ হতে বেশি দিন সময় লাগবে না। মাত্র ৪৫ থেকে ৫০ দিনের কাজ অবশিষ্ট রয়েছে। ফলে সেতু নির্মাণ কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন যতদিন এই সেতু নির্মাণের কাজ অব্যাহত থাকবে ততদিন কিছু না কিছু উপর থেকে পরা কিংবা যেকোনো ধরনের অঘটনার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাছাড়া বর্তমান আবহাওয়া পরিস্থিতির বিপক্ষে রয়েছে। ঝড়, তুফান, বৃষ্টির ফলে যেকোনো ধরনের অঘটন আশঙ্কা থেকে যায়। ফলে রাত দশটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত নির্মীয়মান মালিগাঁও সেতুর নিচের দুই দিকের সড়কের মধ্যে এক দিকের সড়ক বন্ধ রেখে উপরে কাজ চলবে। কারণ বর্তমান সেতুর উপরে একদম বাঁদিকে এবং একদম ডান দিকের কাজ চলছে। ফলে এই কাজের ক্ষেত্রে নানা ধরনের রিস্ক রয়েছে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এমনিতে এক সপ্তাহের পর সেতু নির্মাণে কাজ আপাতত বন্ধ রাখতে হবে। কারণ কামাখ্যা মন্দিরের অম্বুবাচী মেলায় ব্যাপক জনসমাগম হওয়ার সময় সেতু নির্মাণে কাজ অব্যাহত থাকলে নানা দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যাবে। তবে আগামী ২৮ আগস্ট এই সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন বলে তিনি মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু এদিনের ঘটনার পর এবং শুধুমাত্র রাতে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর এক্ষেত্রে আরও ১০-১৫ দিন সময় বেশি লেগে যেতে পারে বলে অনুমান করছেন তিনি।

অন্যদিকে পানীয় জল সরবরাহ পাইপলাইন ফাটার দুটি ঘটনার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন ১০ বছর আগে মাটিতে পুঁতে রাখা পাইপগুলোর ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা হওয়ার ফলে সেই সময়ের ঠিকাদার কিংবা কাজ করা ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। তবে তবে এবার সেই পাইপগুলো পরীক্ষা করার জন্য প্রত্যেক জয়েন্টে জয়েন্টে মাটি খুঁড়ে সেটা দেখতে হবে। এক্ষেত্রেও স্বাভাবিকভাবে সমস্যা রয়েছে। তবে এবার এই বিষয়ে তিনজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলছে সরকার। লেজার প্রযুক্তির মাধ্যমে মাটি না খুঁড়ে পাই পরীক্ষা সম্ভব। সেটাই করা হবে বলে জানালেন তিনি। তাছাড়া বর্তমান পানীয় জলের সরবরাহের প্রেসার কম রাখার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

গ্রিস : নৌকাডুবিতে মৃত ৭৮

লিবিয়া। গ্রিসের উপকূলে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের একটি নৌকা ডুবে ৭৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন। শতাধিক জনকে উদ্ধার করা হয়েছ। অনেকের পরিচয় পাওয়া যায়নি। এই দুর্ঘটনার পর ব্যাপক অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। উপকূল রক্ষীবাহিনী জানিয়েছে, দক্ষিণ গ্রিসের উপকূলে অভিবাসীদের নিয়ে একটি মাছ ধরার নৌকা ইটালির দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় ডুবে যায়। নৌকাটি লিবিয়ার টোব্রুক বন্দর থেকে ৪০০ জনকে ইটালি নিয়ে যাচ্ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। রাতে প্রবল বাতাসের ফলে দক্ষিণ পশ্চিম পেলোপনিস অঞ্চলের কাছে নৌকাটি ডুবে যায়। এরপর বুধবার সকালে একটি বড়সড় উদ্ধার অভিযান চালানো হয়। এখনো পর্যন্ত দুর্ঘটনাপীড়িত ১০৪ জনকে উদ্ধার করার খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। তাদের গ্রিসের কালামাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তারা অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা এবং জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত আশ্রয়কেন্দ্রে শুকনো কাপড় এবং চিকিৎসা সেবা পেয়েছে। হাইপোথার্মিয়ার উপসর্গ থাকায় চারজন অভিবাসনপ্রত্যাশীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বৈরুত বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্তদের ১০ লাখ ডলার দেয়ার নির্দেশ

লেবানন ঃ ২০২০ সালে লেবাননের রাজধানী বৈরুতের বন্দরে বিস্ফোরণ হয়। লন্ডনের এক আদালত সেই দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ১০ লাখ ডলার দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে ব্রিটিশ সার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে। সোমবার এই রায় দেয়া হয়। বৈরুতের বন্দরে বিস্ফোরণের ঘটনায় এটি এমন প্রথম রায়। ২০২০ সালের ৪ আগস্ট ব্রিটেনে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান সাভারো লিমিটেডের অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সারের একটি বড় শিপমেন্ট বিস্ফোরিত হয়। দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ২২০ জন মারা যান। গত ৩১ জানুয়ারি লন্ডনের উচ্চ আদালতে হতাহতের ঘটনায় সাভারো লিমিটেডের দায় প্রমাণিত হয়। আদালতে ক্ষতিগ্রস্তদের হয়ে মামলাটি করে বৈরুত বার অ্যাসোসিয়েশন। সোমবার আদালত কয়েকজন ক্ষতিগ্রস্তকে মোট আট লাখ পাউন্ড বা প্রায় এগার কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার আদেশ দেয়। বার অ্যাসোসিয়েশন এক বিবৃতিতে জানায়, এর মধ্যে তিনজন মৃতের স্বজনকে এক লাখ পাউন্ড করে এবং একজন আহত নারী পাঁচ লাখ পাউন্ডের কিছু বেশি পাবেন। এদিকে, সাবারোর মালিকানা নিয়ে ধোঁয়াশা এখনো কাটেনি। সাবারোর মালিক হিসেবে যে নারীর কথা বলা হয়, ২০২১ সালে তিনি বলেন যে, তিনি আরেক মালিকের জন্য কাজ করছেন। তার পরিচয় প্রকাশ করেননি তিনি। অন্যদিকে, বৈরুতের আদালতে বন্দর বিস্ফোরণের মামলা থমকে আছে। এ বছরের শুরুতে যেই বিচারকের অধীন এর তদন্ত চলছে, তাকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। তিনি উচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ভারতে নিষিদ্ধ হল তিন ধরনের অনলাইন গেম

কলকাতা ঃ অনলাইন গেমে বাচ্চাদের আসক্তির বিষয় নতুন নয়। ভিডিও গেম খেলতে খেলতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়ে দেয় তারা। এমনকী ভিডিও গেমের ফাঁদে পড়ে হাজার হাজার টাকাও খোয়া যাচ্ছে, এমন অভিযোগও সামনে এসেছে। এবার ভারতে তিন ধরনের অনলাইন গেম নিষিদ্ধ করল কেন্দ্র সরকার। সোমবার ১২ জুন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর জানান, ভারতে তিন ধরনের অনলাইন গেম নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। কেন্দ্র অনলাইন গেমিং সম্পর্কিত কাঠামো তৈরি করেছে। ব্যবহারকারীর জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে বা আসক্তির কারণ তৈরি করতে পারে এমন গেমগুলির ক্ষেত্রে অনুমোদন দেবে না কেন্দ্র সরকার। রাজীব চন্দ্রশেখর আরও বলেছেন, সরকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা অন্য কোনও প্রযুক্তির ব্যবহারকারীদের নজর রাখবে। তাঁরা যাতে ক্ষতির মুখে না পড়ে সেটাও সরকার দেখবে। এছাড়াও অনলাইন গেমের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করার প্রবণতা বাড়ছে। সেই দিকে নজর রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী বলেছেন, অনলাইন গেম নিয়ে প্রাথমিক কাঠামো তৈরি হয়েছে। সেই কাঠামোর ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কোন কোন গেম নিষিদ্ধ করা হবে। তবে কী কী ধরনের গেম নিষিদ্ধ হবে সে ব্যাপারে স্পষ্ট কোনও ধারণা এখনই মেলেনি।

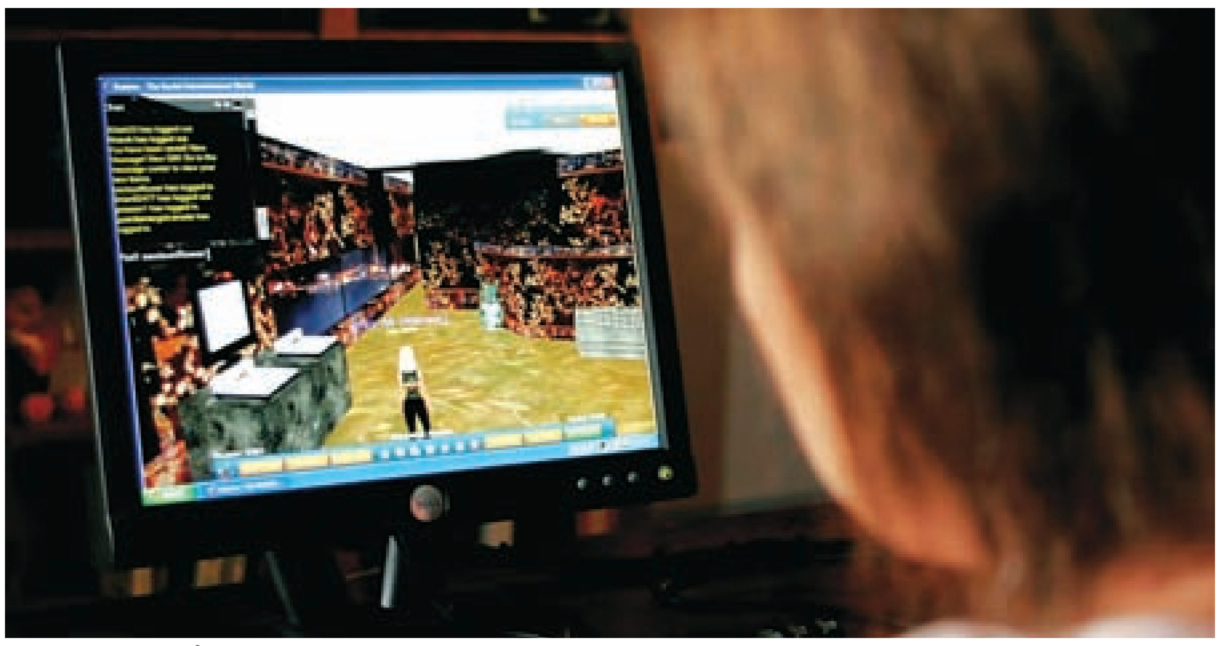

ইইউ-টিউনিশিয়া অভিবাসন চুক্তিতে মানবাধিকার নিয়ে উদ্বেগ

টিউনিশিয়া ঃ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে প্রস্তাবিত অভিবাসন চুক্তি উত্তর আফ্রিকার দেশ টিউনিশিয়াকে অর্থনৈতিক বিপর্যয় এড়াতে সহায়তা করতে পারে। কিন্তু পর্যবেক্ষকরঞ্চ আশঙ্কা করছেন, এর ফলে অভিবাসীদের পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে। আগামি দুই সপ্তাহের মধ্যেই এই চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে। তবে এর মধ্যে টিউনিশিয়ার প্রেসিডেন্ট কাইস সাইয়েদকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডেয়ার লাইয়েনের দেয়া অংশীদারত্বের প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করবেন কিনা। ফন ডেয়ার লাইয়েন টিউনিশিয়াকে ৯০ কোটি ইউরো (১০ হাজার কোটি টাকারও বেশি) অর্থনৈতিক সহায়তা প্যাকেজ ছাড়াও তাৎক্ষণিক বাজেট সহায়তার জন্য ১৫ কোটি ইউরো (প্রায় ১,৭০০ কোটি টাকা) এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও চোরাচালানবিরোধী কার্যক্রমে সহায়তায় আরো সাড়ে ১০ কোটি ইউরো (প্রায় ১২শ কোটি টাকা) দেয়ার প্রস্তাব করেছেন। এই প্রস্তাবের শেষ অংশটি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছেন পর্যবেক্ষকেরা। তারা বলছেন, এর মাধ্যমে উত্তর আফ্রিকা থেকে ইউরোপে অভিবাসন মোকাবিলায় টিউনিশিয়াকে ভূমিকা রাখার দিকেই ঠেলে দেয়া হচ্ছে। কার্নেগি মিডল ইস্ট সেন্টারের টিউনিসভিত্তিক ফেলো হামজা মাদেব ডয়চে ভেলেকে বলেন, প্রস্তাবিত ইইউ প্যাকেজ টিউনিশিয়ার অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করবে। কিন্তু চুক্তিটি অভিবাসন ইস্যুতে টিউনিশিয়ার পূর্ণ সহযোগিতার জন্যও বাধ্য করবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের খসড়া অভিবাসন নীতির ফলে ইটালি আশ্রয়প্রার্থী এবং অভিবাসীদের টিউনিশিয়ার মতো দেশগুলোতে ফেরত পাঠাতে পারবে। এই খসড়া প্রকাশের কয়েকদিন পরই টিউনিশিয়ার কাছে অর্থনৈতিক সহায়তার প্রস্তাবটিও উত্থাপন করা হয়। ইটালির উপকূল থেকে মাত্র ১৫০ কিলোমিটার দূরেই টিউনিশিয়া উপকূল। ফলে ইউরোপে পাড়ি দিতে চাওয়া অভিবাসীদের জন্য অন্যতম একটি রুটে পরিণত হয়েছে দেশটি। ইটালির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে এখন পর্যন্ত প্রায় ৫৩ হাজার ৮০০ অভিবাসী টিউনিশিয়া থেকে দেশটিতে পৌঁছেছেল। ২০২২ সালের পুরো বছরের তুলনায় এ বছর ছয় মাসেই দ্বিগুণ অভিবাসী এসেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই পাচারকারীদের সহায়তায় পৌঁছেছেন, যাদের কাছে নিরাপত্তার চেয়ে লাভ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের অভিবাসী বিষয়ক সংস্থা আইওএম এর মিসিং মাইগ্রেন্টস প্রজেক্ট অনুসারে, ২০২৩ সালের প্রথম চার মাসেই অন্তত এক হাজার মানুষ মারা গেছেন বা নিখোঁজ হয়েছেন। গত বছর একই সময়ে এই সংখ্যা ছিল ৬৯০ জন। সোমবাক টিউনিস সফরে গিয়ে ফন ডেয়ার লাইয়েন বলেন, আমাদের ইইউ এবং তিউনিসিয়া উভয়েরই চোরাকারবারি এবং পাচারকারীদের ব্যবসায়িক মডেল ভাঙার ব্যাপারে ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে। জার্মানির হাইনরিশ বোল ফাউন্ডেশনের টিউনিস অফিসের পরিচালক হাইকে লোশমান ডিডাব্লিউকে বলেন, একটি সমন্বিত প্রচেষ্টায় এই বিশাল অর্থ উপার্জনকারী মাফিয়া নেটওয়ার্কগুলোকে মোকাবিলা করার অভিপ্রায়ই আমার চোখে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা। তিনি বলেন, আমি আশা করি তারা সততার সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি যে ব্যবসা, দাসত্ব এবং চোরাচালানের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে লড়াই করার জন্য অনেক বেশি খরচ হবে এবং এই ধরনের প্রচেষ্টার জন্য ইউরোপের মাফিয়াদেরও মোকাবিলা করা দরকার। প্রস্তাবিত চুক্তি আসলেই পরিস্থিতির উন্নতি করবে কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে টিউনিসে ইইউ ভিসার জন্য অপেক্ষারত সুদানি শরণার্থী মোহাম্মদ হামেদের মনে। তিনি বলেন, এটি দুর্ভাগ্যজনক যে টিউনিশিয়া এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে চুক্তি যাই হোক না কেন, সবচেয়ে বড় ক্ষতি হবে অভিবাসী এবং শরণার্থীদের।

স্যামসাং-এর প্রাক্তন নির্বাহীর বিরুদ্ধে চীনের কারখানার জন্য চিপ প্রযুক্তি চুরির অভিযোগ

বেইজিং ঃ চীনে একটি হুবহু নকল কারখানা স্থাপনের জন্য কয়েক মিলিয়ন ডলার মূল্যের কোম্পানির গোপনীয়তা চুরি করার অভিযোগে দক্ষিণ করিয়া প্রাক্তন একজন স্যামসাং নির্বাহীকে অভিযুক্ত করেছে। মঙ্গলবার প্রসিকিউটররা এএফপিকে একথা জানিয়েছেন।

সেমিকন্ডাক্টরগুলো যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠেছে। দেশ দুটি চিপ প্রযুক্তি এবং সরবরাহের সুযোগ নিয়ে একটি ভয়াবহ যুদ্ধে আটকে আছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রসিকিউটররা বলেছেন, ৬৫ বছর বয়সী প্রাক্তন স্যামসাং কর্মচারী ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে কোম্পানির কারখানার ব্লুপ্রিন্ট এবং ক্লিনরুম ডিজাইন চুরি করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

সুওন জেলা প্রসিকিউটর কার্যালয় বলেছে, সন্দেহভাজন ব্যক্তি চীনের জিয়ান শহরে একটি হুবহু নকল উৎপাদন স্থাপনা স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। সেখানে ইতোমধ্যে স্যামসাং-এর একটি চিপ কারখানা রয়েছে।

অসনাক্তকৃত ওই ব্যক্তিকে বিচারের জন্য আটকে রাখা হয়েছে। তিনি এমন একটি উপাদান চুরি করেছেন যা দক্ষিণ কোরিয়া দ্বারা একটি জাতীয় মূল প্রযুক্তি হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এটি প্রযুক্তির একটি বিভাগ যা বিদেশে প্রকাশ করা হলে সম্ভাব্যভাবে জাতীয় নিরাপত্তা এবং অর্থনীতির ক্ষতি হতে পারে।

প্রসিকিউটররা বলেন, তিনি কিছু সময়ের জন্য পুলিশ হেফাজতে ছিলেন এবং সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।

তারা তাকে সেমিকন্ডাক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং-এর এক শীর্ষ বিশেষজ্ঞ বলে বর্ণনা করেছেন। ওই ব্যক্তি কয়েক দশক ধরে ওই শিল্পে কাজ করেছেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, চুরির লক্ষ্যে অভিযুক্ত তথ্যের মূল্য স্যামসাং-এর কাছে কমপক্ষে ২৩ কোটি ৬০ লাখ ডলার। চুরির সাথে জড়িত সন্দেহে নির্বাহীর সাথে কাজ করা আরও ছয়জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। মঙ্গলবার এএফপি থেকে যোগাযোগ করা হলে স্যামসাং মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানায়।

ইউক্রেনকে আরও ৩২ কোটি ৫০ লাখ ডলার সহায়তা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

বার্লিন ঃ যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের জন্য ৩২ কোটি ৫০ লাখ ডলারের অতিরিক্ত সামরিক সহায়তা প্রদান করছে। যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা ভয়েস অফ আমেরিকাকে একথা জানান। মঙ্গলবার প্রত্যাশিত প্যাকেজটি প্রকাশের আগে নাম প্রকাশ না করার শর্তে দুইজন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা ভয়েস অফ আমেরিকার সাথে কথা বলেছেন। তারা বলেন, প্যাকেজটিতে স্ট্রাইকার এবং ব্র্যাডলি সাঁজোয়া যান অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ইউক্রেন ১২টির বেশি পদাতিক যুদ্ধের যানবাহন হারিয়েছে, বর্তমান পাল্টা আক্রমণের সামরিক ব্যয় তুলে ধরেছে এমন খবরের মধ্যে এই সহায়তা ঘোষণাটি আসে। একবার প্রকাশিত হলে সর্বসাম্প্রতিক সহায়তা প্যাকেজটি ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার ইউক্রেনে আক্রমণের পর থেকে প্রতিরক্ষা বিভাগ থেকে সামরিক সরঞ্জামের ৪০তম অনুমোদিত প্রেসিডেনশিয়াল প্যাকেজ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন এই সপ্তাহে নেটো প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের একটি বৈঠকের জন্য ব্রাসেলস সফর করবেন। সেখানে ইউক্রেনের জন্য সমর্থন একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার হবে। যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার আক্রমণের পর থেকে ইউক্রেনে ৩৯ বিলিয়ন ডলারের বেশি নিরাপত্তা সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে পেন্টাগন একটি অ্যাকাউন্টিং ত্রুটির মধ্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এটি কিয়েভে যাওয়া সরবরাহের মূল্যের পরিমাণকে বাড়িয়ে বলেছে। শুক্রবার পেন্টাগন ঘোষণা করেছে যে, তারা ইউক্রেনকে দীর্ঘমেয়াদী অস্ত্র সহায়তার জন্য অতিরিক্ত ২.১ বিলিয়ন ডলার প্রদান করছে। এর মধ্যে আরও প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র ব্যাটারি সরঞ্জাম এবং ছোট পুমা ড্রোন রয়েছে। রাশিয়ার বাহিনী কয়েক মাস ধরে ইউক্রেনের অভ্যন্তরে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে, ফলে কিয়েভের পাল্টা আক্রমণ চালানোকে আরও কঠিন করে তুলেছে।

সম্পাদকীয়

ইউক্রেন তার পাল্টা অভিযানে কতটা সাফল্য পেতে পারে?

‘এটাকে পাল্টা অভিযান বলবেন না’ - বলছেন ইউক্রেনীয়রা, এটাই আমাদের আসল অভিযান, রাশিয়ন বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে আমাদের ভূমি থেকে তাড়ানোর জন্য এটাই সুযোগ। ঠিক আছে, কিন্তু এতে সাফল্য পেতে গেলে আসলে কী কী দরকার? প্রথম কথা হচ্ছে, অভিযান শুরু হবার পর ইউক্রেনীয় বাহিনী পূর্ব দোনেৎস্ক এবং দক্ষিণ-পূর্ব জাপোরিশা অঞ্চলে কিছু অপরিচিত এবং প্রায়-জনশূন্য গ্রাম পুনর্দখল করেছে - তবে এসব খবর যেন আমাদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে না নেয়। এগুলোর জন্য তীব্র লড়াই হয়েছে, তবে পুনর্দখল করা ভূমির পরিমাণ খুবই সামান্য। তা ছাড়া গত কয়েক মাসের অচলাবস্থার পর - বুলেটে-ঝাঁঝরা কিছু ভবনের সামনে নীল-হলুদ পতাকা ওড়ানো রণক্লান্ত বিজয়ী ইউক্রেনীয় সৈন্যদের ছবি যে সেদেশের লোকের মনোবল বাড়িয়ে দেবে তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনি যদি বৃহত্তর কৌশলগত চিত্রটির দিকে তাকান - তাহলে এগুলো তেমন বড় ব্যাপার নয়। রাশিয়ার দখলে থাকা যে জায়গাটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো দক্ষিণাঞ্চলটি - যে জায়গাটার অবস্থান জাপোরিশা শহর এবং আজোভ সাগরের মাঝ বরাবর। এটিই হচ্ছে সেই ‘ল্যান্ড

করিডোর’ যা অবৈধভাগে অঙ্গীভূত করা ক্রাইমিয়ার সাথে রাশিয়ার মূলভূমিকে যুক্ত করেছে। নিচের ম্যাপে যে স্থানটিকে গোলাপি রঙে চিহ্নিত করা আছে - তার মাঝখানের অংশটি। গত বছর রুশ অভিযান শুরুর পরের প্রথম কিছু সপ্তাহ থেকে এ পর্যন্ত এই জায়গাটির পরিস্থিতিতে তেমন কোনই পরিবর্তন হয়নি। ইউক্রেন যদি এ জায়গাটিকে দু-টুকরো করে ফেলতে পারে এবং মাঝখানের অংশটি দখলে রাখতে পারে - তাহলেই বলা যাবে যে তাদের এই পাল্টা অভিযান একটা সাফল্য পেয়েছে। সেটা করতে পারলে পশ্চিম দিকে থাকা রুশ সৈন্যদেরকে তারা বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারবে এবং ক্রাইমিয়াতে থাকা তাদের গ্যারিসনগুলোতে রসদপত্র পাঠানো কঠিন করে তুলতে পারবে। এর ফলে কিন্তু এই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে না - বরং অনেকে এখন বলছেন যে এ যুদ্ধ বছরের পর বছর ধরে চলতে পারে । তবে যখন অবধারিতভাবেই একটা শান্তি আলোচনা শুরু হবে - তখন এটা ইউক্রেনকে দরকষাকষি করার জন্য একটা শক্ত অবস্থানে নিয়ে যাবে। কিন্তু এই মানচিত্র রাশিয়াও দেখেছে বেশ কিছুকাল আগেই এবং তারাও এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। এ জন্যই , যখন ইউক্রেন পাল্টা অভিযানের জন্য ১২পি সাঁজোয়া ব্রিগেডকে তৈরি করছিল এবং তার সৈন্যদেরকে প্রশিক্ষণের জন্য নেটো দেশগুলোতে পাঠাচ্ছিল, সে সময়টাকে মস্কোও কাজে লাগিয়েছে এবং এর মধ্যে তারা এমন এক ব্যুহ গড়ে তুলেছে - যাকে বলা হচ্ছে ‘পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রক্ষণাত্মক প্রতিরক্ষা ব্যূহ।’ ইউক্রেনীয় বাহিনী যেন দক্ষিণের উপকূল পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে - সেই পথ আটকে এখানে পাতা হয়েছে একের পর এক মাইনফিল্ডের সারি, কংক্রিটের ‘ট্যাংক ব্লকার’ বাংকার (সামরিক ভাষায় একে বলা হয় ‘ড্রাগন’স টিথ’ বা ড্রাগনের দাঁত), ফায়ারিং পজিশন অর্থাৎ গোলাবর্ষণের জন্য কামান বসানোর জায়গা, এবং ট্রেঞ্চ বা পরিখা। এসব পরিখা এতই গভীর যে লেপার্ড-টু বা এমওয়ান এব্রামস ট্যাংকও এগুলো পার হতে পারবে না। এগুলোকে ‘কভার’ দেবার জন্য আছে আগে থেকে নির্ধারিত ‘আর্টিলারি ইমপ্যাক্ট জোন’। এগুলো এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে ইউক্রেনের সাঁজোয়া যান এবং তাদের ক্রুরা যখন সামনে এগুনোর রাস্তা বের করতে ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে - তখন তাদের ওপর বৃষ্টির মত উচ্চমাত্রার বিস্ফোরক নিক্ষেপ করা যাবে। যদিও এ যুদ্ধ এখনো প্রাথমিক স্তরে আছে, তার পরও আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে রাশিয়ার এই প্রতিরক্ষাব্যূহ ভালোভাবেই কাজ করছে। ইউক্রেন এখনো এ অভিযানে তাদের পুরো বাহিনীকে নামায় নি। তাই এগুলোকে বলা যায় পর্যবেক্ষণমূলক আক্রমণ - যার মাধ্যমে বের হয়ে আসবে যে কোথায় কোথায় রুশ কামানগুলো বসানো আছে এবং তাদের প্রতিরক্ষাব্যূহে কোথায় ফাঁকফোকর আছে। ইউক্রেনের পক্ষে যা আছে তা হলো মনোবল। তার সৈন্যরা মানসিকভাবে উজ্জীবিত এবং একটি অনুপ্রবেশকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের নিজ দেশকে মুক্ত করতে তারা লড়ছে। রুশ বাহিনীর বড় অংশেরই এ ধরনের মনোবল নেই। অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রশিক্ষণ, সাজসরঞ্জাম এবং নেতৃত্ব ইউক্রেনের চেয়ে নিকৃষ্ট।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ফৌজদারি বিচার নিয়ে মায়ামিতে উত্তেজনা

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মায়ামির আদালতে হাজির হচ্ছেন যেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় নিরাপত্তার সাথে জড়িত গোপনীয় দলিলপত্র ভুলভাবে দেখাশোনার অভিযোগ আনা হবে।

তার বিরুদ্ধে অভিযোগ মার্কিন সরকারের গোপনীয় দলিলপত্র তিনি তার মার-এ-লাগো’র বাড়িতে একটি শাওয়ার রুম, বাথরুম, বলরুম এবং একটি বেডরুমে রেখে দিয়েছিলেন।

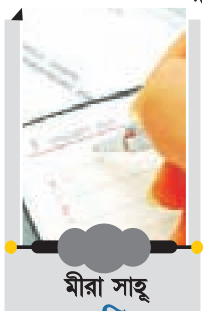

মীরা সাহু
প্রাবন্ধিক

এই শুনানিতে অবৈধভাবে গোপনীয় নথি সংরক্ষণ এবং সেগুলি ফেরত পেতে সরকারের প্রচেষ্টাকে বাধা দেয়ার জন্য তার বিরুদ্ধে মোট ৩৭টি সুনির্দিষ্ট অভিযোগের সবগুলিই তিনি অস্বীকার করবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

মি. ট্রাম্প এখন আবার প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য তৈরি হচ্ছেন এবং এসব অভিযোগকে নির্বাচনে হস্তক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন। ওদিকে আদালতে সাবেক প্রেসিডেন্টের হাজির হওয়ার আগে থেকেই মায়ামিতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এই মামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য মি. ট্রাম্প তার সমর্থকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রাইড বয়েজ নামে একটি উগ্র ডানপন্থী গোষ্ঠীর স্থানীয় শাখাও এই প্রতিবাদে অংশ নেয়ার পরিকল্পনা করেছে।

মায়ামির রিপাবলিকান মেয়র এবং শহরের পুলিশ প্রধান সবাইকে শান্ত থাকার আবেদন জানিয়েছেন।

মি. ট্রাম্পই হবেন কেন্দ্রীয় ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত প্রথম কোন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট যিনি আদালতে মুখোমুখি হচ্ছেন।

বিবিসি সংবাদদাতারা জানাচ্ছেন, এসব অভিযোগের বাইরে ডোনাল্ড ট্রাম্প আরও দুটি পৃথক অপরাধ তদন্তে অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছেন।

গত মাসে যৌন নির্যাতনের জন্য দোষী প্রমাণিত হওয়ার পর আদালত একজন লেখিকাকে পাঁচ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেয়ার আদেশ দেয়।

এরই মধ্যে জর্জিয়ার অঙ্গরাজ্যের সরকারি কৌঁসুলিরা তদন্ত করে দেখছেন যে মি. ট্রাম্প এবং তার সহযোগীরা ২০২০ সালের নির্বাচনে ঐ রাজ্যে স্বল্প ভোটে তার পরাজয়ের ফলাফল তিনি অবৈধভাবে উল্টে দেয়া চেষ্টা করেছিলেন কি না।

এই অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরাসরি কোন তদন্ত করা হচ্ছে কি না তা জানা যায়নি, তবে চলতি গ্রীষ্ম মৌসুমের কোন এক সময়ে এই অভিযোগনামা প্রকাশ করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মার্কিন বিচার দফতর ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের সংসদ ভবন ক্যাপিটলে হামলা এবং নির্বাচনকে বাতিল করার প্রচেষ্টার অভিযোগে একটি ফৌজদারি তদন্ত চালাচ্ছে।

কিন্তু ঐ প্রচেষ্টাটি চালানো হয় কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে। এখন এটি খুঁজে বের করতে মার্কিন ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পুলিশ তদন্ত চলছে।

তবে ঐ তদন্তে মি. ট্রাম্প কতটা লক্ষ্যবস্তু তা জানা যায়নি।

ট্রাম্প শুধু নিজে বিপদে পড়েননি, সংকটে ফেলেছেন যুক্তরাষ্ট্রকেও

হাসান ফেরদৌস

রাষ্ট্রের গোপন নথি নিজের কাছে রাখার অভিযোগে আদালতে অভিযুক্ত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর সমর্থকদের অভিযোগ, তাঁকে শাস্তি দিতে প্রশাসনকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে বিভক্তি আরও বাড়তে পারে বলে শঙ্কা অনেকের।

অবশেষে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পচা শামুকেই পা কাটল। তিনিই প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট, যিনি ফেডারেল আদালতে অভিযুক্ত হলেন। গত ছয় বছরে তিনি এত অপরাধ করেছেন যে তার হিসাব দিতে সাত খণ্ড কিতাব লিখতে হবে। চার বছরের রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকাকালে তিনি মিথ্যা বলেছেন ৩০ হাজার ৫৭৩ বার। প্রভাবশালী মার্কিন দৈনিক ওয়াশিংটন পোস্ট তাঁর প্রতিটি মিথ্যা বা অর্ধমিথ্যার হিসাব রেখেছে। তিনি নানা অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন, জরিমানাও দিয়েছেন। তবে কৃতকর্মের জন্য কখনো তাঁকে কারাগারে যেতে হয়নি।

এবার মনে হয় বিপদ ভালোভাবেই ট্রাম্পের ঘাড়ে চেপে বসছে। মার্কিন বিচার বিভাগের বিশেষ কৌঁসুলি জ্যাক স্মিথ যদি সফল হন, তাহলে তাঁকে বাকি জীবন কারাগারের ঘানি টেনে কাটাতে হবে।

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ গোপনীয় তথ্য বেআইনিভাবেভাবে লুকিয়ে রাখা ও তার অপব্যবহারের অভিযোগে বহুল আলোচিত সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মোট ৩৭টি ফৌজদারি অভিযোগ দাখিল করেছেন জ্যাক স্মিথ। সাত মাস ধরে তদন্তের পর বিপুল তথ্যপ্রমাণসহ তিনি যে অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না-ট্রাম্প আইন অমান্য করেছেন। তবে এ কথা মানতেই হবে, এই অভিযোগপত্রে ট্রাম্পের অপরাধের চেয়ে তাঁর নির্বুদ্ধিতার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি উন্মোচিত হয়েছে।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো একদমই সোজাসাপটা। ক্ষমতা ত্যাগের পর ট্রাম্প হোয়াইট হাউস থেকে বক্সে ভরে রাষ্ট্রের গোপন নথিপত্র এনে রেখেছিলেন ফ্লোরিডার মার-আ-লাগোতে তাঁর ব্যক্তিগত বাসভবনে। এসব নথির কোনোটা তাঁর গোসলখানায়, কোনোটা শোবার ঘরে, কোনোটা দরজা খোলা গুদামঘরে রেখেছিলেন। মার্কিন আইন অনুসারে, হোয়াইট হাউসের সব সরকারি নথির দেখভালের দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় মোহাফেজখানার। প্রেসিডেন্ট বা প্রশাসনের কোনো ব্যক্তি তাঁদের নিজের প্রয়োজনে এসব নথির কুটোটিও সরাতে পারেন না। গোপনীয় বা জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত নথিপত্র হলে তো কথাই নেই। নির্ধারিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও সেসব পড়ে দেখারও সুযোগ নেই। ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউস থেকে যেসব নথি নিয়ে এসেছেন, সেগুলোর মধ্যে অতিগোপনীয় নথি রয়েছে বলে জানার পর সেসব ফেরত চেয়ে রাষ্ট্রীয় মোহাফেজখানা দফায় দফায় তাঁর কাছে ধরনা দিয়েছে। তাতে কাজ হয়নি। তখন বাধ্য হয়ে আদালত থেকে যথাযথ সমন নিয়ে মার-আ-লাগোতে তল্লাশি চালিয়ে সেসব উদ্ধার করা হয়।

এখন এসব নথি হাতানোর অভিযোগে ট্রাম্পকে একাধিক আইনে বিচারের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। শুধু গুপ্তচর আইনের অধীনেই গোপন নথি বেহাত করার দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে ৩১ দফা অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রমাণিত হলে প্রতি দফার জন্য কম করে হলেও তাঁকে ১০ বছর জেলের ভাত খেতে হবে। এই মামলার শুনানিতে অংশ নিতে গতকাল মঙ্গলবার ফ্লোরিডা গেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

হিলারি ক্লিনটন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালে গোপন নথি যথাযথভাবে রাখেননি-এই অভিযোগে ট্রাম্প ও তাঁর সমর্থকেরা ‘লক হার আপ’ বা ‘ওকে জেলে ঢোকাও’ আওয়াজ তুলেছিল। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগে ও পরে ট্রাম্প নিজেও সে কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, রাষ্ট্রীয় গোপন নথি রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিকে তিনি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবেন কিন্তু বাস্তবে করলেন ঠিক উল্টো কাজ। ঠিক কী কারণে ট্রাম্প এসব নথি ওয়াশিংটন থেকে ফ্লোরিডায় টেনে এনেছেন, তা এখনো পরিষ্কার নয়। ‘এসব আমার,’-ঠিক বাচ্চারা যেমন অন্যের খেলনা জোর করে দখলের বায়না ধরে, ট্রাম্প অনেকটা সেই রকম সব নথি ধরে রাখার চেষ্টা করলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর ব্যবহার হয়তো পাঁচ বছরের শিশুর মতো। কিন্তু তাঁর চরিত্র আসলে একজন ‘গডফাদার’-এর মতো। অপরাধ করাটা তাঁর মজ্জাগত। ডানে-বাঁয়ে না তাকিয়ে মিথ্যা বলতে তাঁর বাধে না। তিনি ধরেই নেন, নথি হোক, ট্যাক্স ফাঁকি হোক অথবা কোনো নারীর স্পর্শকাতর অঙ্গে হাত দেওয়া হোক-সব কিছুতেই তাঁর জন্মগত অধিকার রয়েছে। দোষ করেও নির্ঘাত পার পেয়ে যাবেন।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগপত্রে একজন আইনজীবীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, নথিবোঝাই বক্সগুলো দেখিয়ে ট্রাম্প তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, ‘আমাদের কাছে আর কোনো নথি নেই, এফবিআইকে সে কথা বললে কেমন হয়?’ সেই একই আইনজীবীকে তিনি পরামর্শ দেন, ‘এক কাজ করো, যেসব নথি গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে, সেগুলো তুমি ওদের না দিয়ে আলাদা করে তুলে রাখো।’ অনেকেই বলেছেন, ‘ইগো’ বা ব্যক্তিগত অহংবোধ থেকেই এমন বোকার মতো কাজ করেছেন ট্রাম্প। দেশি-বিদেশি অতিথিদের গর্ব করে দেখাবেন, তাঁর কাছে কত কী গোপনীয় ও মূল্যবান জিনিস রয়েছে। এসব মূল্যবান জিনিসের মধ্যে একটি হলো বাস্কেটবল খেলোয়াড় শাকিল ও’নিলের এক জোড়া জুতা ও উত্তর কোরিয়ার একনায়ক কিম জং-উনের কাছ থেকে পাওয়া একখানা ‘প্রেমপত্র’। নিউইয়র্ক টাইমস-এর ম্যাগি হ্যাবারম্যান এমন ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। অন্য আরেকটি ব্যাখ্যাও সম্ভব। সাবেক কয়েক মার্কিন প্রেসিডেন্টই ক্ষমতা ছাড়ার পর নিজ নিজ নামে ‘প্রেসিডেনশিয়াল লাইব্রেরি’ প্রতিষ্ঠা করেছেন। রোনাল্ড রিগ্যানের নামে গ্রন্থাগার আছে, জর্জ বুশের নামে গ্রন্থাগার আছে, এমনকি ট্রাম্পের পূর্বসূরি বারাক ওবামার নামেও গ্রন্থাগার রয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই হোয়াইট হাউসে তাঁদের সময় শেষ হলে বক্সে ভরে নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ নিজ নিজ লাইব্রেরিতে রাখবেন বলে নিয়ে গেছেন। তবে সেসব নথির অধিকাংশই তাঁদের ব্যক্তিগত, অথবা রাষ্ট্রের গোপনীয় নয় এমন নথির কপি। বুশ বা ওবামা যেসব নথি নিয়েছেন, সেসবের হিসাব দিয়েই তবে মালিকানা পেয়েছেন। মোহাফেজখানা কর্তৃপক্ষই এমন তথ্য জানিয়েছে।

এখানেই ট্রাম্পের অহংবোধে লেগেছে। তাঁর নামে কোনো গ্রন্থাগার নেই, করার কোনো পরিকল্পনাও নেই। ট্রাম্প ও গ্রন্থাগার কথাটা ঠিক একসঙ্গে যায় না, তিনি নিজেও সে কথা বোঝেন। তাই বলে হোয়াইট হাউস থেকে ‘নিজের’ নথিপত্র তিনি নিয়ে যাবেন না? থাকল না হয় সেগুলো গোসলখানা বা গোয়ালঘরে, নিজের নিয়ন্ত্রণে তো থাকল। ট্রাম্প নথি নিয়ে এই ঝামেলাকে ‘বক্স হোক্স’ বা বক্স ধোঁকা নামে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ এ আর এমন কি হয়েছে, যার জন্য বিচার বিভাগ এমন তুলকালাম কাণ্ড করবে। তিনি বারবার জোর দিয়ে বলে গেছেন, ‘আমি কোনো অপরাধ করিনি।’ অনুগত সমর্থকেরা তাঁর মুখে সে কথা শুনে হ্যাঁ হ্যাঁ বলে মাথা নেড়েছে। সমস্যা হচ্ছে, ট্রাম্পের নিয়ে যাওয়া এসব নথির ভেতরে এমন সব গোপনীয় গোয়েন্দা নথি রয়েছে, যা শুধু হাতেগোনা কয়েকজন দেখার অধিকার রাখেন। যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্রভান্ডারে বা বিদেশি মিত্রদের ভান্ডারে কার কী অস্ত্র রয়েছে, তার খবর ফাঁস হলে লাভ যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুদের।

এসব তথ্য বেহাতে পড়লে দেশের নিরাপত্তা বিপদগ্রস্ত হতে পারে, গোয়েন্দা তথ্য কীভাবে সংগৃহীত হয়, তা প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। ঠিক সে জন্যই সব গোপন নথি রক্ষণাবেক্ষণের নিয়মকানুন কড়া। রিপাবলিকান দলের সমর্থকদের মধ্যে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা অতুলনীয়। এই দলের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য মনে করেন, ২০২০ সালের নির্বাচনে ট্রাম্পই জিতেছেন, বাইডেন নয়। ২০২৪ সালের নির্বাচনেও তিনি প্রার্থী। তাঁর প্রার্থিতা সমর্থন করেন, এমন রিপাবলিকান ভোটারের সংখ্যা ৫৪ শতাংশ। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডি স্যান্টিসের প্রার্থিতার প্রতি সমর্থন রয়েছে বড়জোর ২৪ শতাংশ রিপাবলিকানের। আরও আধা ডজন প্রার্থী রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে কারোরই দলীয় সমর্থন ৫ শতাংশের বেশি নয়।

এ অবস্থায় সমর্থকেরা ক্ষিপ্ত হবেন-এই ভয়ে হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া বাকি রিপাবলিকান নেতারা ট্রাম্পের সমালোচনায় মুখ খুলতে নারাজ। এমনকি ৬ জানুয়ারির ‘অভ্যুত্থানচেষ্টায়’ও তাঁরা কোনো অপরাধ দেখেন না। একজন কংগ্রেস সদস্য তো বলেই বসেছেন, কোনো দাঙ্গাবাজ নয়, সেদিন যারা ক্যাপিটল হিলে এসেছিল, তারা অনেকটা ‘পর্যটকের’ মতো সুশীল ও শান্তিপ্রিয়।

ট্রাম্প গোয়েন্দা নথি নিয়ে যে ভুল করেছেন, সেটি জানার পরেও মিনমিনে গলায় তাঁকেই তাঁরা সমর্থন করছেন। এ জন্য তাঁরা একটি সহজ ফর্মুলা বের করেছেন। ট্রাম্প আইনসম্মত ছিলেন, সে কথা বলার বদলে তাঁরা পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন-ওবামা আমলে হিলারি ক্লিনটন সরকারি গোপন নথি নিয়ে ‘নয়ছয়’ করেছিলেন। কিন্তু এফবিআই কখনো অভিযোগপত্র দাখিল করেনি।

বাইডেনের এক ছেলের বিরুদ্ধে বাবার নাম ভাঙিয়ে বিদেশিদের কাছ থেকে বিস্তর অর্থ কামানোর অভিযোগ রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। রিপাবলিকান নেতাদের মতে, এসবই এফবিআইয়ের দুমুখো নীতির প্রমাণ।

নিজের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের শায়েস্তা করতে বাইডেন প্রশাসন, বিচার বিভাগ ও এফবিআইকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করছে। এর একটি গালভরা নামও তাঁরা দিয়েছেন-উইপোনাইজেশন বা অস্ত্রায়ন। কোনো কোনো সদস্য টেবিল চাপড়ে বলেছেন, এভাবে চলতে থাকলে কংগ্রেসে এফবিআইয়ের তহবিল বরাদ্দ তাঁরা আটকে দেবেন। এই নিয়মের ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। নিউজার্সির সাবেক গভর্নর ক্রিস ক্রিস্টি যেমনটি বলেছেন, ‘যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, তা মোটেও হেলাফেলা নয়। আরকানসাসের সাবেক গভর্নর আসা হাচিনসন্স বলেছেন, ট্রাম্পকে কিছুতেই প্রেসিডেন্ট পদের যোগ্য বলা যায় না। ২০২০ সালের নির্বাচনের পর থেকেই ট্রাম্প বলে আসছেন, ওই নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে। শুধু কারচুপি নয়, পুকুরচুরি হয়েছে। লাখ লাখ ভোট কম্পিউটারের কারসাজিতে তাঁর বদলে বাইডেনের বক্সে চলে গেছে। সাধারণ সমর্থকেরা তো বটেই, দলের অনেক নেতাও তাঁর সে দাবির সঙ্গে সুর মিলিয়ে কোরাস গাইছেন।

সাময়িকী

কফিন ‘বেঁচে’ উঠলেন ৭৬বছরের বৃদ্ধা, ফিরে গেলেন একই হাসপাতালে

দক্ষিণ আমেরিকার দেশ একুয়েডরের একজন বয়স্ক মহিলার মৃত্যুর পর তার জন্য যেসব আত্মীয় শোক প্রকাশ করতে এসেছিলেন তারা অবাক হয়ে দেখলেন যে কফিনের মধ্যে তিনি তখনও বেঁচে আছেন, নিঃশ্বাস নিচ্ছেন।

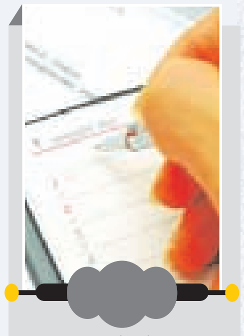

বেলা দাস
কলামিস্ট

বাবাহয়ো শহরের এক হাসপাতালের ডাক্তার স্ট্রোকের পর বেলা মন্টোয়া নামে ৭৬-বছর বয়সী ঐ নারীকে মৃত ঘোষণা করেন। এরপর তার মরদেহ একটি কফিনে রাখা হয় এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য একটি ফিউনারাল হোমে নিয়ে যাওয়া হয়। তার দাফনের আগে তার আত্মীয়স্বজনেরা সেখানে তার কফিন পাহারা দিয়ে বসেছিলেন।

কিন্তু প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর যখন তারা শেষকৃত্যের জন্য তার পোশাক বদলানোর জন্য কফিনটি খুললেন তখন মহিলাটি সজোরে নিশ্বাস নিয়ে উঠলেন। তার ছেলে গিলবার্ট বালবেরান যে মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিলেন যে তার মা তখনও বেঁচে আছেন, সেই মুহূর্তটি বর্ণনা করে বলেন ঃ আমার মা তার বাম হাত নাড়াতে শুরু করলেন, তার চোখ খুলে গেল এবং তিনি মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করলেন শ্বাস নিতে তার কষ্ট হচ্ছিল। উপস্থিত আত্মীয়দের একজনের তোলা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ঐ নারী একটি খোলা কফিনে শুয়ে আছেন, শ্বাস নিতে তার কষ্ট হচ্ছে, এবং অন্য একজন অভিযোগ করছেন তারা যে অ্যাম্বুলেন্সকে ডেকেছেন তা তখন এসে পৌঁছেনি। এর কয়েক মিনিট পর দমকলকর্মীরা এসে বেলা মন্টোয়াকে কফিন থেকে স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে যান এবং তাকে আবার সেই একই হাসপাতালে ফিরিয়ে নিয়ে যান যেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল।

তার ছেলে একুয়েডরের সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, তার মা এখন হাসপাতালের আইসিউতে আছেন, এবং তিনি কথা বলছেন।

আমার মাকে অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে। তার হার্টের অবস্থা স্থিতিশীল, তাকে উদ্ধৃত করে সংবাদপত্র এল ইউনিভার্সো এক খবরে জানিয়েছে।

এই ঘটনাটি তদন্ত করে দেখতে একুয়েডরের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করেছে।

মি. বালবেরান বলছিলেন, তিনি তার মাকে প্রায় সকাল ন’টায় হাসপাতালে নিয়ে যান এবং দুপুরবেলা একজন ডাক্তার আমাকে বলেন যে তিনি মারা গেছেন।

তিনি জানান, এমনকি তার মায়ের জন্য একটি মৃত্যুর সার্টিফিকেটও জারি করা হয়, যেখানে বলা হয়েছিল যে তিনি স্ট্রোকের পরে কার্ডিওপালমোনারি অ্যারেস্টে মারা গেছেন।

তবে বেলা মন্টোয়াই একমাত্র ব্যক্তি নন যিনি আনুষ্ঠানিকভাবে মৃত ঘোষণা করার পরও ‘বেঁচে’ উঠেছেন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের একটি ফিউনারাল হোমে শুয়ে থাকা ৮২-বছর বয়সী এক নারীকে শ্বাস নিতে দেখা যায়। তিন ঘণ্টা আগে একটি নার্সিং হোমে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল।

জানা অজানা

মানুষের জন্য ধর্ম,ধর্মের জন্য মানুষ নয়

সুনীল কুমার দে

ঠাকুর রামকৃষ্ণ এ যুগের অবতার,সাক্ষাৎ ভগবান,ধর্মের রক্ষার জন্য,ভগবানের প্রতি ভক্তি আনার জন্য, সকল ধর্মের মিলনের জন্য ও সমন্বয় করার জন্য,জীবে প্রেম শেখানোর জন্য,শিব জ্ঞানে জীব সেবা নুতন বাণী প্রচার করার জন্য দীন হীন কাঙালের বেশে ধরাধামে এসে ছিলেন।আমরা যারা ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভক্ত তাই আমরা শুধু আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্ম কেই ভালোবাসি না,শ্রদ্ধা ও সম্মান করি না,পৃথিবীর সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করি,আমরা কখনই বলি না পৃথিবীতে শুধু হিন্দু ধর্ম বেঁচে থাক আর বাকি সব ধর্ম শেষ হয়ে যাক।কিন্তু দুঃখের বিষয় অন্য সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান,ও সহিষ্ণুতার ভাবনা নেই।তাই তো আজ অন্য দেশ গুলিতে হিন্দুদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার চলছে,হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে,জোর করে ধর্মান্তরন করা হচ্ছে,হিন্দুদের মন্দির ভেঙে দেওয়া হচ্ছে।অথচ তথাকথিত সেক্যুলার বাদী হিন্দু সমাজের কিছু লোক তুষ্টিকরণের জ্বালায় মুখ দর্শক ও নীরব,কোনো প্রতিবাদ নেই,কোনো প্রতিকার নেই।আমরা সকল ধর্মকে মানি ও শ্রদ্ধা করি মানে এই নয় যে অন্য ধর্মের মানুষ আমাদের কে ঘৃণা করবে, আমাদের কে কাফের বলবে,আমাদের হিন্দু ধর্মের নিন্দা করবে,আমাদের হিন্দু দেবদেবীর কে অসম্মান করবে,আমাদের মন্দির ভেঙে দিবে আর আমরা ধর্ম সহিষ্ণু হয়ে মুখ বুজে সহ্য করে যাবো।না সেদিন চলে গেছে।তাই সকল হিন্দু ভাই বোনদের বলি নিজের নিজের ধর্ম পালন করার ও তাকে রক্ষা করার অধিকার সবার আছে।তাই ধর্মের নামে হিংসা,ঘৃণা,রক্তপাত ও রাজনীতি বন্ধ হউক।একজন কেউ দোষ করলে পুরো ধর্মের লোক দায়ী হবে কেন।সবার উপর অত্যাচার হবে কেন।ধর্মের নামে এই হুজুগ বন্ধ হউক। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,, স্বধর্মে নিধনাং শ্রেয় পরোধর্ম ভয়াবহ,,তাই সবাই সচেতন হন।নিজের ধর্ম কে রক্ষা করুন ও অন্য ধর্ম কে শ্রদ্ধা ও সম্মান করুন।কারণ মানুষের জন্য ধর্ম,ধর্মের জন্য মানুষ নয়।

পাঠকের চিঠি

আমরা একটু চেষ্টা করলে বাংলা ভাষা বেঁচে যাবে

ঝাড়খন্ড সরকার স্কুলে বাংলা পড়ানো বন্ধ করে দিয়েছে।আবার নুতন করে সরকার বাংলা পড়ানোর ব্যবস্থা করবে কিনা জানি না।আমরা অনুনয় বিনয়,প্রার্থনা, নিবেদন এমন কি আন্দোলন ও করতে পারি।মানা না মানা টা সরকারের খুশি।তার আগে আমাদের মানসিকতা কে বদলাতে হবে।আমাদের মনে ইচ্ছে জাগাতে হবে যে আমরা যে কোনো ভাবে হউক আমাদের মাতৃভাষা বাংলা কে বাঁচাবো।ছেলে মেয়েরা হিন্দি ও ইংরেজি শিখছে শিখুক তার সাথে সাথে মাতৃভাষা বাংলা টাও শিখুক।সেজন্য মনে মনে আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে আমাদের ছেলে মেয়েদের কে যে ভাবে হউক বাংলা শেখাবো।তার জন্য বিরাট কিছু একটা করতে হবে না।আমরা বর্তমান পিঁড়ি প্রায় সবাই বাংলা জানি।তাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণ পরিচয় কিনে আমাদের বাড়িতে প্রতিদিন না হউক সপ্তাহে একদিন এক ঘন্টা করে নিজেদের ছেলে মেয়ে ও নাতি নাতনিদের বাংলা শেখানোর কাজ শুরু করে দি।দেখবেন ছয় মাসের মধ্যেই তারা বাংলায় মাস্টার হয়ে গেছে।এতে তাদের পড়াশুনার কোনো ক্ষতি হবে না কিন্তু আমাদের অনেক বড় উপকার হবে যে আমাদের মাতৃ ভাষা বাংলা টা বেঁচে যাবে।লক্ষীর পাঁচালি পড়ার,পাঁজি দেখার, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, কথামৃত পড়ার,

পদাবলী, শ্যামা সংগীত,বাউল,রবীন্দ্র গীতি,রবীন্দ্র গীতি গাওয়ার লোক পাওয়া যাবে।তাই সকল বাংলা ভাষী ভাই ও বোনদের প্রার্থনা জানাই আপনারা সবাই মিলে একটু চেষ্টা করুন তাহলেই আমাদের বাংলা ভাষা বেঁচে যাবে।

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ ৪৪৯১৯৭ 'ভূত' অর্থাৎ ভুয়া ছাত্রছাত্রীর হদিস বের করেছে বলে ঘোষণা শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগুর

চা বাগানের বিভিন্ন সংগঠনের পাশাপাশি শ্রম ও শিক্ষা বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক শিক্ষা মন্ত্রীর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এবার রাজ্যে পাওয়া গেছে ভূত ছাত্রছাত্রী। এই ছাত্রীর সাথে এদের নাম এবং সংখ্যা নথিভুক্ত থাকলেও বাস্তবে এই ছাত্রছাত্রীরা নেই। মূলত মিড ডে মিল সহ বিভিন্ন কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুয়া ছাত্রছাত্রীদের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। তিনি বলেন রাজ্যের শিক্ষা বিভাগে প্রাক প্রাথমিক শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মোট ৪৪৯১৯৭ অর্থাৎ ভুয়া ছাত্রছাত্রীর হদিস পাওয়া গেছে। শিক্ষা বিভাগ জারি করা স্টুডেন্ট ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে। এই তথ্য জানা গেছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত ২০২১-২২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠান সরকারি বিদ্যালয় থেকে শুরু করে প্রাদেশিকিকৃত বিদ্যালয় এবং বেসরকারি বিদ্যালয় গুলো নিজেদের ছাত্রছাত্রী সংক্রান্তে যাবতীয় তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে ইউডাইস এবং পোর্টাল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দাখিল করছিল। কিন্তু ২০২২-২৩ সালে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ এক্ষেত্রে নতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। মূলত শিক্ষা সেতু অ্যাপের মাধ্যমে এবার থেকে ছাত্রছাত্রী সংক্রান্তীয় যাবতীয় তথ্য স্টুডেন্ট ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে দাখিল করার নিয়ম বেঁধে দিয়েছে শিক্ষা বিভাগ। এরপরেই ভূয়া ছাত্রছাত্রী সংক্রান্ত ভয়ংকর তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

গুয়াহাটি মহানগরের গণেশগুড়ি স্থিত নেডফি হাট প্রেক্ষাগৃহে সোমবার আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু বলেন ২০২১-২২ সালের আগে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি সংক্রান্তীয় যাবতীয় তথ্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ইউডাইস এবং পোর্টালে দাখিল করার নিয়ম ছিল। কিন্তু ২০২১-২২ সালে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি তথা অন্যান্য তথ্য শিক্ষা সেতু অ্যাপের অধীনে থাকাস্টুডেন্ট ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে দাখিল করে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে মূলত ছাত্রছাত্রীদের নাম, তাদের মা বাবার নাম, অভিভাবকের ঠিকানা, আধার নাম্বার ইত্যাদি তথ্য দাখিল করার নিয়ম রয়েছে বলে তিনি জানান।

শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু বলেন বর্তমান এটা দেখা গেছে যে ২০২৩ সালের ১০ জুন তারিখ পর্যন্ত বিদ্যালয়ে গুলোর কর্তৃপক্ষ দাখিল করা তথ্য অনুযায়ী ছাত্রছাত্রী সংখ্যা রয়েছে ৭০৯৫৭৫৯ জন। কিন্তু ২০২১-২২ সালে ইউডাইস এ দাখিল করার তথ্য অনুযায়ী ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ৭৫৪৪৯৫৬ জন। অর্থাৎ ২০২১-২২ সালের তুলনায় ২০২১-২২ সালে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ৪৪৯১৯৭ জন কমে গেছে। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চার লক্ষ ভুয়া ছাত্রছাত্রীর নাম আগে দাখিল করা হয়েছিল বলে মন্তব্য করেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি ক্ষেত্রে সরকারি, প্রাদেশিকিকৃত এবং বেসরকারি বিদ্যালয় গুলোর দুই বছরের তুলনামূলক ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা এবং তাদের সংখ্যা কমে যাওয়ার অনুপাত সহ যাবতীয় তথ্য সহ এক তালিকা প্রকাশ করেছেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন এক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ে একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত সংখ্যা এবং তাদের সংখ্যা কমে যাওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছে শিক্ষা বিভাগ। এরপর প্রায় সাড়ে চার লক্ষ ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কমে যাওয়ার নানা কারণ পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু জানান বহু ছাত্রছাত্রী অন্যান্য ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ে নাম ভর্তি করা হয়েছে যারা ইউডাইস এ রেজিস্টার্ড নয়। তাছাড়া ভুয়া ছাত্রছাত্রীদের নাম ডেটাবেজ থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের ভুয়া নাম ভর্তির তথ্য মোছা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করলেও তাদের নাম আগের ডেটাবেজ থেকে মুছে না দেওয়ার ফলেও এই ধরনের ভুয়া ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের নাম ডেটাবেজ থেকে মুছে দেওয়ার ফলেও এই ধরনের ভুল তথ্যের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া একাংশ বিদ্যালয় ভুল করে ছাত্রছাত্রীদের নাম ডেটাবেজ ভরিয়ে দেওয়ার ফলেও এই ধরনের ভুয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন শিক্ষকদের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষা বিভাগ ব্যাপক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তবে সেটা একদিনে হওয়া সম্ভব নয়। এই সমস্যাগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে সময়ের প্রয়োজন। ফলে ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষিকাদের ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এদিকে নেডফি হাট প্রেক্ষাগৃহে চা বাগানের বিভিন্ন সংগঠনের পাশাপাশি শ্রম ও শিক্ষা বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। মূলত অসম চা কর্মচারী সংঘ, অসম চা উপজাতি ছাত্র সংস্থা, অসম চা মজদুর সংঘ, এবিআইটিএ, শ্রম কল্যাণ বিভাগ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে চা বাগান এলাকার শিক্ষা ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন তিনি। উল্লেখ্য ইতিমধ্যে অসম সরকার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় আদর্শ চা বাগান বিদ্যালয়ে স্থাপনের মাধ্যমে চা উপজাতীয় সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার এবং প্রচারের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে। এদিনের বৈঠকে মন্ত্রী সঞ্জয় কিষান, সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা, সাংসদ পল্লব লোচন দাস, বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গুপ্তহত্যা মামলায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্তকে ক্লিনচিট গুয়াহাটি হাইকোর্টের

দুই আবেদনকারী অজিত কুমার ভূঁইয়া এবং অনন্ত কলিতাকে ভৎসনা আদালতের

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ অবশেষে ১৮ বছর পর ন্যায় পেলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা অসম গণ পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রফুল্ল কুমার মহন্ত। গুপ্তহত্যা মামলায় প্রফুল্ল কুমার মহন্তকে ক্লিনচিট দিয়েছে গুয়াহাটি হাইকোর্ট। তার বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এই মামলায় লেখ আবেদন দাখিলকারী অজিত কুমার ভূঁইয়া এবং অনন্ত কলিতাকে ভৎসনা করেছে আদালত। গুয়াহাটি হাইকোর্টের এই বিচারকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্ত এবং তার স্ত্রী জয়শ্রী গোস্বামী মহন্ত। দুই দশকের আগে রাজ্যে অসম গণ পরিষদের সরকারের শাসন চলাকালীন গুপ্ত হত্যার মামলার ক্ষেত্রে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল অসম। অভিযোগ অনুসারে গুপ্তহত্যা অর্থাৎ নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আলফার আত্মসমর্পণকারী সদস্যদের সাহায্য নিয়ে এই সন্ত্রাসবাদ এই সংগঠনটির সক্রিয় সদস্য এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের হত্যা করার ঘটনা সংঘটিত হচ্ছিল। আত্মসমর্পণকারী আলফা সদস্যরা সালফা নামে খ্যাতো ছিলেন। সেই সময়ে পুলিশ, সেনা তথা নিরাপত্তা সংস্থা গুলোর বিরুদ্ধেও বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। যেহেতু সে সময়ে তৎকালীন

সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রফুল্ল কুমার মহন্ত, ফলে তার বিরুদ্ধে গুপ্ত হত্যার অভিযোগ উঠেছিল। অবশেষে এই বিষয় নিয়ে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়। উল্লেখ্য ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এই ধরনের বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের জেরে মোট ৩২ টি মামলা আদালতে দাখিল করা হয়েছিল। প্রতিটি মামলা পুলিশের সাহায্য নিয়ে আত্মসমর্পণকারী আলফা সদস্যরা সক্রিয় আলফা সদস্যদের পরিবারের সদস্যদের হত্যা করার ঘটনা সংক্রান্ত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে এরপর তৎকালীন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ সরকারের আমলে ২০০৫ সালে এই গুপ্ত হত্যার বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য বিচারপতি কে এন শইকীয়ার নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে দেওয়া হয়েছিল। ২০০৮ সালে এই তদন্ত কমিশন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্তকে দোষী সাব্যস্ত করে। তবে তদন্ত কমিশনের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতের দারস্ত হয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্ত। এরপর ১০ বছর কেটে যাওয়ার পর তাকে দোষমুক্ত বলে ঘোষণা করে আদালত। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্তকে আদালত দোষ মুক্ত বলে ঘোষণা করার পর এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে লেখ আবেদন দাখিল করেন অজিত কুমার ভূঁইয়া এবং অনন্ত কলিতা। তবে সুপ্রিম কোর্ট এই মামলাটি গুয়াহাটি হাইকোর্টে স্থানান্তর করে দিয়েছিল। লেখ আবেদন দাখিল করার ঠিক তিন বছর পর অবশেষে আদালত ফের একবার প্রফুল্ল কুমার মহন্তকে দোষমুক্ত বলে ঘোষণা করেছে। প্রফুল্ল কুমার মহন্ত গুপ্ত হত্যার জন্য দায়ী নন বলে আদালত রায় দিয়েছে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে লেখ আবেদন দাখিলকারী অজিত কুমার ভূঁইয়া এবং অনন্ত কলিতাকে ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করার জন্য ভৎসনা করেছে আদালত। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্ত দোষমুক্ত হিসেবে গুয়াহাটি হাইকোর্টের রায়দানের ৫৩১ দিন পর ফের কেন আদালতে লেখ আবেদন দাখিল করা হয়েছিল সেই বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে হাইকোর্ট। সুদীর্ঘ আঠারো বছর বিচার প্রক্রিয়ার পর দুইবার গুপ্ত হত্যা মামলায় দোষমুক্ত হয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্ত। আদালতের এই রায়ে স্বাভাবিকভাবে খুশি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। প্রফুল্ল কুমার মহন্ত বলেন দীর্ঘ সময়ের কঠিন লড়াইয়ের পর অবশেষে আদালতের এই রায়কে তিনি স্বাগত জানাচ্ছেন। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তার স্ত্রী জয়শ্রী গোস্বামী মহন্ত। তিনি বলেন বারংবার ভিত্তিহীনভাবে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আদালতে আবেদনও জানানো হয়েছে। তবে অবশেষে আদালত সঠিক রায়দান করেছে। এই সংক্রান্ত আদালতের সিদ্ধান্তের স্বাগত জানিয়েছেন জয়শ্রী গোস্বামী মহন্ত।

রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য কংগ্রেস বিধায়করা তিন কোটি টাকা করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরার, তীব্র প্রতিক্রিয়া

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও একইভাবে কংগ্রেস অর্থের লেনদেনে জড়িত ছিল

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ কয়েকদিন আগেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাজ্যপালের কাছে স্মারক পত্র প্রদানে সঙ্গ দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস অসমের সভাপতি রিপুন বরা। এমনকি বিজেপির বিরুদ্ধে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের নেতৃত্বে গঠিত বারটি দলের মিত্র জোটেও রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস অসম। কিন্তু এবার একই জোটের মিত্র দলের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছেন রিপুন বরা। একদা কংগ্রেসের মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বে থাকা তিনি এবার এই দলের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য কংগ্রেস বিধায়করা তিন কোটি টাকা করে নিয়েছেন বলে রিপুন বরার অভিযোগের ক্ষেত্রে তাকে প্রমাণ দেওয়ার আহবান জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা।

প্রসঙ্গত লামডিং এবং হোজাই এ সোমবার আয়োজিত বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস অসমের সভাপতি রিপুন বরা। সেখানে তিনি জনসভায় অংশগ্রহণ করে জনসমক্ষে এই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে ভোটদানের জন্য কংগ্রেস বিধায়করা তিন কোটি টাকা করে পেয়েছেন। শুধু এটাতেই ক্ষান্ত না থেকে জনসভার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে রিপুন বরা বলেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময়ও একইভাবে কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ বিধায়করা বিজেপির প্রার্থীর পক্ষে ভোট দান করেছেন। এক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে আর্থিক লেনদেন হয়েছে বলেও বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি।

তৃণমূল কংগ্রেস অসমের সভাপতি রিপুন বরার অভিযোগের পর রাজনৈতিক মহলে এক প্রকারের তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা বলেন ওই সেদিন তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু তার ঠিক দুদিন পর এবার তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছেন। তাকে ঠিক মতন বোঝা কঠিন ব্যাপার বলে মন্তব্য করেন কংগ্রেস সভাপতি। তিনি বলেন শুধুমাত্র এই ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করলে চলবে না। এক্ষেত্রে রাজ্যবাসীর সামনে প্রকৃত প্রমাণ তুলে ধরার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস অসমের সভাপতিকে আহ্বান জানিয়েছেন ভূপেন বরা।

অন্যদিকে বরাক উপত্যকার সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের এআইইউডিএফ বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া বলেন অবশেষে তৃণমূল কংগ্রেস অসমের সভাপতি রিপুন বরা সঠিক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। যেহেতু তিনি স্বয়ং কংগ্রেসে ছিলেন। ফলে দলটি সম্পর্কে তিনি যা যা বলেছেন সেটা সত্য অভিযোগ বলে উল্লেখ করেন বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া। এক্ষেত্র মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বলেন কংগ্রেসের মধ্যে নানা ধরনের ঘোটালা রয়েছে। ফলে রিপুন বরা যদি কোনো অভিযোগ উত্থাপন করছেন তাহলে সেটা তথ্যের উপর ভিত্তি করেই তিনি করছেন। কংগ্রেসের ক্ষেত্রে অভিযোগ সত্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

করিমগঞ্জ জেলার রামকৃষ্ণ নগর কলেজের এনএসএস ইউনিটের বিশেষ শিবির আয়োজন

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ সম্প্রতি করিমগঞ্জ জেলার রামকৃষ্ণ নগর কলেজের এনএসএস ইউনিটের বিশেষ শিবির আয়োজন করা হয়েছিল। গত মাসে অর্থাৎ ২০ থেকে ২৬ মে ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম (এনএসএস) রামকৃষ্ণ নগর কলেজ ইউনিটের পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রীদের একটি দল তাদের দত্তক নেওয়া গ্রাম 'চুনাটিগুল চা বাগানে' বিশেষ শিবিরের আয়োজন করেছিল। রামকৃষ্ণ নগর কলেজের এনএসএস ইউনিটের পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রীদের দলটি সেই গ্রামের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত এবং স্বাস্থ্যসম্পর্কিত পরিবেশ এবং পরিস্থিতি, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, স্বাস্থ্য সচেতনতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা অভিযান চালিয়েছে। মূলত ভারত সরকারের প্রচার অভিযানের অংশ হিসেবে ছাত্রের দলটি এই গ্রামে সজাগতা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করার প্রয়াস করেছে। ইঃটারন্যাশনাল মিলেটস অফ দ্য ইয়ার২০২৩ এর অধীনে কলেজের অধ্যক্ষ ড.সুরজিত চক্রবর্তী। তিনি সরাসরি কৃষি সচেতনতা এবং বীজ বিতরণের মতো কর্মসূচি পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বে ছিলেন। এই অনুষ্ঠান সফল করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন কলেজের অধ্যক্ষ। বিশেষ শিবিরের শেষের দিন 'ইঃটারন্যাশনাল মাইলেটস অফ দ্য ইয়ার - ২০২৩' অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ সহ গণিত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক প্রণয় কুমার নাথ সারাদিন ব্যাপী এক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম করার পাশাপাশি কৃষি বিভাগের দ্বারা সরবরাহকৃত বীজ বিতরণে সাহায্য করেছেন। এ সংক্রান্তে এনএসএসের প্রোগ্রাম অফিসার কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষক, কার্যালয়ের কর্মচারী, স্বেচ্ছাসেবকদের পাশাপাশি গ্রামবাসীদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

গোয়ালপাড়া জেলার বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা জোনালি নাথের হত্যাকাণ্ডে জড়িত হাসানুর ইসলামকে গ্রেফতার

দুইজনের মধ্যে দুই বছর ধরে ঘনিষ্ঠ প্রেমের সম্পর্ক ছিল বলে তথ্য পুলিশের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রবিবার বিকেল সাড়ে চারটের নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছিলেন গোয়ালপাড়া জেলার বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা তথা অত্যন্ত সক্রিয় নেত্রী জোনালি নাথ। কিন্তু রাত সাড়ে আটটা নাগাদ তার বাড়ি থেকে প্রায় ১০-১২ কিলোমিটার দূরে কৃষ্ণাইয়ের রাজপথে জোনালি নাথের নিথর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেছে। তবে এটা যে দুর্ঘটনা নয় বরং হত্যা সেটা তার মৃত দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন পুলিশ এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা। অবশেষে ঘটনার এক দিন পরেই বিজেপি নেত্রী জোনালি নাথের হত্যাকাণ্ডের রহস্য ভেদ করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তার হত্যাকাণ্ডে জড়িত হাসানুর ইসলামকে ইতিমধ্যে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। দুইজনের মধ্যে দুই বছর ধরে ঘনিষ্ঠ প্রেমের সম্পর্ক ছিল বলে তথ্য পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

গোয়ালপাড়া জেলার বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা তথা অত্যন্ত সক্রিয় নেত্রী জোনালি নাথে মৃতদেহ রবিবার রাতে উদ্ধার হওয়ার পর থেকে সারা রাজ্য জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সোমবার সকালে গোয়ালপাড়া জেলায় উপস্থিত হয়ে ঘটনার উচিত তদন্ত এবং দোসিকে কঠোর শাস্তি দেবার দাবি উত্থাপন করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা। একইভাবে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা, মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু সহ অন্যান্যরা হয় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে কিংবা সামাজিক মাধ্যমে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে দোষীর কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। এমনকি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল একইভাবে এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে এক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানোর পাশাপাশি মৃত ব্যক্তির পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে টুইট করেছেন।

এদিকে ঘটনার তদন্ত শুরু করে দুপুর নাগাদ এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার সন্দেহে হাসানুর ইসলামকে গ্রেফতার করে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। অবশেষে পুলিশের জেরায় বিজেপি নেত্রী জোনালি নাথকে হত্যা করার কথা স্বীকার করে নিয়েছে সে। অসম পুলিশের আইজিপি (আইনশৃঙ্খলা) আইপিএস প্রশান্ত ভূঁইয়া গোয়ালপাড়ায় উপস্থিত হয়ে ঘটনার তদন্তের পাশাপাশি এক সাংবাদিক বৈঠক আয়োজন করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন মাটিয়া থানার অন্তর্গত এলাকার বাসিন্দা হাসানুর ইসলামের সঙ্গে জোনালি নাথের দুই বছর ধরে ঘনিষ্ঠ প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি হাসানুর ইসলামের সামাজিকভাবে অন্য এক মেয়ের সঙ্গে বিবাহের কথাবার্তা চলছিল। এটা নিয়ে দুইজনের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। তার বিয়ে জোনালি নাথ কিছুতেই মেনে উঠতে পারছিলেন না বলে জানান আইজিপি।

তিনি বলেন, রবিবার সন্ধ্যায় এই বিষয়ে আলোচনার জন্য হাসানুর ইসলামের গাড়িতে বসেই দুজনের মধ্যে তর্কাতর্কি হচ্ছিল। কিন্তু প্রচন্ড রাগে ইসলাম জোনালি নাথের মুখে ২-৩ বার বক্সিং মারার পাশাপাশি তার গলার নলি টিপে ধরেন। তার মাথা জোরে গাড়ির দরজায় পিছন দিকে লাগার ফলে চৈতন্য হয়ে পড়েন জোনালি নাথ। সেই সময় তার নাক দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল। অবশেষে চলতি গাড়ি থেকেই জোনালি নাথকে মাটিতে ফেলে পালিয়ে যায় হাসানুর ইসলাম। পুলিশ ইতিমধ্যে সেই গাড়ি জব্দ করেছে। বর্তমান ফরেন্সিকের কিছু কাজ বাকি রয়েছে বলেও জানিয়েছেন আইজিপি (আইনশৃঙ্খলা) আইপিএস প্রশান্ত ভূঁইয়া। ১৪ দিনের হেফাজত চেয়ে হাসানুর ইসলামকে আদালতে হাজির করানো হয়েছিল তবে আদালত ৫ দিনের হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে বলে তিনি জানান। তবে পরবর্তীকালে আদালত ফের পুলিশের হেফাজতে তাকে পাঠাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন আইজিপি প্রশান্ত ভূঁইয়া।

বেলিংহাম এখন রিয়ালের

প্যারিস ঃ টুইটারে ঘোষণাটা দেওয়ার সময় বেশ নাটকীয়তাই তৈরি করতে চাইল রিয়াল মাদ্রিদ। প্রথমে আট শব্দের একটা টুইট 'টেক আ স্যাড সং অ্যান্ড মেক ইট বেটার', এটা যে গানের কথা, সেটা বোঝাতে আগেপরে মিউজিক্যাল নোটসের ইমোজি। গানের কথাগুলোর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা বিষয়টা ধরতে পেরেছেন সঙ্গেই সঙ্গেই। এটি বিশ্বখ্যাত বিটলস ব্যান্ডের 'হায় জুড' গানের কথা। আর যাঁরা চট করে বোঝেননি, কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁদের কাছেও খোলাসা হয়ে গেল ব্যাপারটা। এক মিনিট পরই রিয়াল মাদ্রিদের আরেকটি টুইট 'স্বাগত বেলিংহাম'। সঙ্গে রিয়ালের জার্সি পরা জুড বেলিংহামের ছবি, ক্যাপশনে 'হায় জুড'।

এভাবেই আজ জুড বেলিংহামকে নিজেদের খেলোয়াড় হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। দেওয়া হয়েছে আনুষ্ঠানিক বিবৃতিও। ১৯ বছর বয়সী ইংলিশ মিডফিল্ডার রিয়ালে যোগ দিয়েছেন।

বিবিসি জানিয়েছে, জার্মান ক্লাব বরুসিয়া ডর্টমুন্ড থেকে বেলিংহামকে ১০ কোটি ৩০ লাখ ইউরোয় (প্রায় ১২১৬ কোটি টাকা) কিনেছে রিয়াল, সঙ্গে বিবিধ সম্ভাব্য বোনাস। সম্ভাব্য বোনাসের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারলে বেলিংহামের চুক্তিমূল্য দাঁড়াবে ১৩ কোটি ৩৯ লাখ ইউরো।

রিয়াল মাদ্রিদের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দামি খেলোয়াড় বেলিংহাম, সর্বোচ্চ এডেন হ্যাজার্ডের সাড়ে ১১ কোটি ইউরো। ইংলিশ ফুটবলারদের মধ্যেও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দামি খেলোয়াড়ের তালিকায় উঠেছে এসেছেন বেলিংহাম, এখানে তাঁর সামনে ১১ কোটি ৭৪ লাখ ইউরোয় ম্যানচেস্টার সিটিতে যাওয়া জ্যাক গ্রিলিশ।

বেলিংহামের রিয়াল মাদ্রিদে নাম লেখানোর কথা শোনা যাচ্ছিল বেশ কিছুদিন ধরে। গত মাসের শেষ দিকে ডর্টমুন্ডের খেলোয়াড়দের কাছে বিদায়ও নিয়ে নেন তিনি। এ সপ্তাহের প্রথম দিকে খবর আসে মাদ্রিদে বাড়ি খুঁজছেন। তবে বিদায় নেওয়া বা বাড়ি খোঁজা যে কারণে, সেটিই আনুষ্ঠানিকভাবে হচ্ছিল না এত দিন।

বরুসিয়া ডর্টমুন্ড তারকা জুড বেলিংহাম অবশেষে ঘোষণাটা এল আজ। ক্লাবের ওয়েবসাইটে দেওয়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে রিয়াল মাদ্রিদ তাঁকে 'বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা প্রতিভা' বলে উল্লেখ করেছে। আগামীকাল তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথা রয়েছে।

সৌদি আরবের গরমে নাকাল হয়েছেন রোনালদোও

রিয়াদ (ওয়েবডেস্ক) ঃ ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সৌদি আরবে যাওয়া নিশ্চিত হওয়ার পর থেকেই সামনে এসেছিল প্রশ্নটি সৌদি আরবের আবহাওয়ার সঙ্গে রোনালদো কীভাবে মানিয়ে নেবেন? ইউরোপিয়ান আবহাওয়ায় অভ্যস্ত রোনালদোর জন্য সৌদি আরবের উষ্ণ আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটা মোটেই সহজ ছিল না। এ গ্রীষ্মেই সৌদি আরবের তাপমাত্রা প্রায় সময় ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গেছে। যে কারণে শুরুতে এমন বিরূপ পরিবেশের সঙ্গে মানিয়েও নেওয়াটা রোনালদোর জন্য মোটেই সহজ ছিল না। এবার প্রচণ্ড গরমের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার কাজটা কতটা কঠিন ছিল, তা জানালেন রোনালদো নিজেই। বলেন, সৌদি আরবে গিয়ে যে পার্থক্যগুলো শুরুতে তাঁর কাছে ধরা পড়েছে, তার মধ্যে অন্যতম ছিল সেখানকার তাপমাত্রা।

বিশ্বকাপের পরের দলবদলে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরে যোগ দেন রোনালদো। পর্তুগিজ মহাতারকার দলবদলের ঘটনায় সৌদি ফুটবল যেন জেগে ওঠে। এর মধ্যে করিম বেনজেমার মতো ব্যালন ডি'অরজয়ী তারকাও সৌদি আরবে যোগ দিয়েছেন। তবে ইউরোপিয়ান তারকাদের সৌদি আরবে যাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে যে দুটি বিষয় সামনে আসছে, তা হলো সাংস্কৃতিক বৈপরীত্য ও আবহাওয়ার সমস্যা।

এবার রোনালদোও আরব রাষ্ট্রটিতে মানিয়ে নেওয়া নিয়ে কথা বলেছেন।

নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে 'সিআর সেভেন' বলেন, 'সৌদিতে সবচেয়ে বড় যে পার্থক্যটি অনুভব করেছি, তা হলো সেখানকার গরম এবং বিকেল বেলা আবহাওয়া শীতল হলে সে সময়ে অনুশীলনের জন্য মানিয়ে নেওয়া।'

শুরুতে কঠিন হলেও ধীরে ধীরে অবশ্য এই আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে শুরু করেছেন রোনালদো। নিজের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ তারকা আরও বলেন, 'বর্তমানে আমি এই গরমের সঙ্গে মানিয়ে নিতে শুরু করেছি। এখানকার সমর্থকেরা অবিশ্বাস্য। তারা আমাকে মন খুলে স্বাগত জানিয়েছে, যা আমাকে নিজের যাত্রাটা অব্যাহত রাখতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।' ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের তিনটিতেই খেলেছেন রোনালদো।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে ইউরোপিয়ান ফুটবলে নিজের রাজত্ব শুরু করেন। এরপর স্প্যানিশ লিগের পরাশক্তি রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ছুঁয়েছেন সাফল্যের শিখর। শিরোপা জিতেছেন ইতালির ক্লাব জুভেন্টাসের হয়েও। ইউরোপে প্রতিটি লিগ ভিন্ন অভিজ্ঞতা উপহার দিয়েছে উল্লেখ করে রোনালদো আরও যোগ করেন, 'প্রতিটি লিগ ভিন্ন। আমি খুব গর্বিত যে ইউরোপের তিনটি ভিন্ন লিগে খেলার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে।'

রোনালদোর পদছাপ অনুসরণ করে এখন অন্য তারকারাও সৌদি আরবে আসতে শুরু করেছেন। বেনজেমার কথা তো আগেই বলা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, খুব শিগগির বেনজেমার ক্লাব আল ইত্তিহাদে দেখা যেতে পারে চেলসির ফরাসি মিডফিল্ডার এনগলো কান্তেকেও। সৌদি ক্লাব আল হিলালে আসার কথা ছিল লিওনেল মেসিরও। যদিও শেষ পর্যন্ত সৌদি আরব না এসে মেসি বেছে নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিকে। এর আগে ইউরোপিয়ান তারকাদের সৌদিতে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন রোনালদো।

সে সময় তিনি বলেছিলেন, 'তাদের মতো এমন সব বড় বড় তারকা থেকে তরুণ ও বয়স্করাও যদি এখানে আসে, তাহলে তাদের স্বাগত জানাই। কারণ, সেটা ঘটলে লিগের একটু হলেও উন্নতি হবে।' রোনালদো সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন এভাবে, 'এটা আমাকে অবাক করেনি। তবে আমি খুব খুশি হব, যদি বিশ্বব্যাপী তারকারা সৌদি প্রো লিগে খেলতে আসে। আমি বিশ্বাস করি, এই লিগ উন্নতি করবে। ইউরোপের আরও অনেক খেলোয়াড় এখানে খেলতে আসবে।'

'আমাদের বোলিং ওদের ভালো করতে সাহায্য করেছে'

কাবুল (ওয়েবডেস্ক) ঃ 'শর্ট অ্যান্ড ওয়াইড'। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টেস্টের প্রথম দিনের ধারাভাষ্যে এ দুটি শব্দ অনেকবার খুঁজে পাবেন। বাঁহাতি রিস্ট স্পিনার জহির খানের স্পেলের দ্বিতীয় বলটির কথাই ধরুন। বাংলাদেশ ইনিংসের ১২তম ওভারের কথা এটি। ওয়াইড অব দ্য ক্রিজ থেকে নাজমুল হোসেনকে করা সে বলটি পিচ করেছে মাঝ উইকেটে। সেখান থেকে কিছুটা টার্ন করে বেরিয়ে গেছে অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে। জহির সারা দিনে এমন বল আরও করেছেন। আরেক স্পিনার আমির হামজার লাইন-লেংথেও ধারাবাহিকতা ছিল না। অনিয়মিতদের মধ্যে অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শহীদি ও রহমত শাহও বোলিং করেছেন। একের পর এক নো বল, ফুল টস, শর্ট বল করে গেছেন প্রত্যেকেই। হতাশ করেছেন আফগান পেসাররাও। মিরপুরের উইকেটের সবুজ ঘাসের সুবিধা নিতে পারেননি ইয়ামিন আহমেদজাই ও নিজাত মাসুদ। চোখে পড়ার মতো সুইং ছিল না তাঁদের বোলিংয়ে। খুব বেশি সিম মুভমেন্টও পেয়েছেন বলা যাবে না। অভিষিক্ত অলরাউন্ডার করিম জানাতকেও কার্যকরী মনে হয়নি। মিরপুর টেস্টের প্রথম দিনে এমন উদ্‌যাপনের উপলক্ষ আফগানিস্তান খুব বেশি পায়নি।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বাঁচাতে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছে আইসিসি

লন্ডন ঃ বিশ্বব্যাপী ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের দাপটে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এক রকম সংকটের মধ্যেই পড়ে গেছে। ক্রিকেটাররা দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার আগ্রহ হারাচ্ছেন। সম্প্রতি ওপেনার জেসন রয় ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ ক্রিকেটে (এমএলসি) যোগ দেওয়ার পর শঙ্কাটা আরও বেড়েছে। রয় প্রথম ইংলিশ ক্রিকেটার, যিনি বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে রক্ষা করতে কয়েকটি বিশেষ পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে। এর মধ্যে আছে ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগগুলোতে প্রথম একাদশে বিদেশি ক্রিকেটারের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া। একই সঙ্গে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে কোনো দেশের ক্রিকেটার চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সময় ওই দেশের ক্রিকেট বোর্ড যেন অর্থলাভ করতে পারে, সেই ব্যবস্থাও করতে যাচ্ছে আইসিসি। ব্রিটিশ পত্রিকা ডেইলি টেলিগ্রাফ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে এসব।

সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরাতে চালু হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি লিগ। আগামী মাসে যুক্তরাষ্ট্রে চালু হতে যাচ্ছে নতুন টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। এমনকি সৌদি আরবেও টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ চালু হচ্ছে বলে গুঞ্জন আছে। ভারতের আইপিএল, অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ টি-টোয়েন্টি, পাকিস্তানের পিএসএল, বাংলাদেশের বিপিএল ছাড়াও এ বছরের শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকা চালু করেছে নতুন টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ।

প্রথম একাদশে বিদেশি ক্রিকেটারের সংখ্যা নির্দিষ্ট করার পেছনে মূলত আছে নতুন কিছু লিগই। আরব আমিরাতের লিগে এক দলে সর্বোচ্চ ৯ জন বিদেশি খেলোয়াড় রাখার অনুমতি ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের লিগে এই সংখ্যাটা হতে যাচ্ছে ৬। টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, আইসিসি আগামী মাসেই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে প্রতিটি দলে বিদেশি খেলোয়াড়ের সংখ্যা ৪-এ বেঁধে রাখার নিয়ম করে দিতে যাচ্ছে। প্রতি খেলোয়াড়ের চুক্তির বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেট বোর্ডের নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থপ্রাপ্তিও আইসিসি বাধ্যতামূলক করতে পারে আগামী মাসেই।

আইপিএলে প্রতি ম্যাচে সর্বোচ্চ চারজন বিদেশি খেলোয়াড় খেলাতে পারে দলগুলো। আপাতত সেটিকেই মানদণ্ড ধরে এগোতে চায় আইসিসি। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার শঙ্কাটা মূলত সৌদি আরবের প্রস্তাবিত টি-টোয়েন্টি লিগ নিয়েই। এতে ইউরোপীয় ফুটবলের মতো বিদেশি খেলোয়াড়ের নির্দিষ্ট কোনো কোটা থাকবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। আইপিএলের মতো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোতে যদি প্রতি ম্যাচে চারজন বিদেশি খেলোয়াড় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, তাহলে এই লিগগুলোতে স্থানীয় খেলোয়াড়দের সুযোগও অনেক বেড়ে যাবে স্বাভাবিকভাবেই।

লিগগুলোতে প্রতি ম্যাচে বিদেশি খেলোয়াড়ের সংখ্যা ৪-এ বেঁধে রাখা হলে ক্রিকেটারদের বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি ছেড়ে দেওয়ার ঝুঁকিও অনেকটাই কমে যাবে বলে মনে করে আইসিসি। এতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট যে সম্প্রতি হুমকির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, সেই ঝুঁকিও অনেকটাই কমবে বলে ধারণা তাদের। আইসিসি চায়, ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোর দলগুলো বিদেশি ক্রিকেটারদের দলভুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্রিকেটার যে বোর্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ, তাদের যেন মোট অর্থের ১০ শতাংশ দেয়। ধরা যাক, বাংলাদেশের সাকিব আল হাসানকে আইপিএলের কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি যদি ২ কোটি টাকায় দলভুক্ত করে, তাহলে অবশ্যই বিসিবিকে ২০ লাখ টাকা দিতে হবে। আইসিসি মনে করে, যে হারে বিশ্বব্যাপী ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের প্রসার ঘটছে, এতে এই অর্থ প্রতিটি দেশের ক্রিকেট বোর্ডের রোজগারের ভালো একটা সুযোগ তৈরি করবে।

কিছুদিন আগেই ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী রিচার্ড গোল্ড উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিলেন, ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলো খেলোয়াড় তৈরি কিংবা খেলোয়াড়দের উন্নয়নে তেমন কোনো ভূমিকা রাখছে না। কিন্তু বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট বোর্ড খেলোয়াড় তৈরিতে প্রতিনিয়ত যে কাজ করে যাচ্ছে, ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো একেবারে বিনা পয়সায় সেই সুবিধা ভোগ করে যাচ্ছে, 'ইসিবির যে অর্থ আয় করে, সেটির সমস্যা হচ্ছে, আমাদের এই টাকাটা অনেক জায়গায় খরচ করতে হয়। কিন্তু ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টগুলো আমাদের সেরা খেলোয়াড়দের নিলেও তারা এ জন্য আমাদের কোনো অর্থ পরিশোধ করছে না। তারা খেলোয়াড়দের টাকা দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এই খেলোয়াড় সরবরাহের জায়গাকে কিছু দিচ্ছে না। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের উচিত খেলোয়াড় যেখান থেকে তৈরি হচ্ছে, তাদের টাকা দেওয়া।'

টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, ২০১৮ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী জনি গ্রেভ এ ধরনের একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সময় তাঁর সেই প্রস্তাব বিভিন্ন ক্রিকেট বোর্ডের কাছে খুব একটা পাত্তা পায়নি। কিন্তু মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে বিশ্বব্যাপী ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোর দাপটে খেলোয়াড়দের দেশের হয়ে খেলার ব্যাপারে অনীহা ও তাঁদের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রবণতার মুখে গ্রেভের প্রস্তাবটি নিয়ে সবাই গভীরভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। রয় সম্প্রতি ইসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার আগে গত বছর এমনটি করেছিলেন নিউজিল্যান্ডের ফাস্ট বোলার ট্রেন্ট বোল্টও। ভবিষ্যতে বিভিন্ন দেশের তারকা ক্রিকেটাররা যদি এমন করা শুরু করেন, তাহলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের প্রাসঙ্গিকতাই হুমকির মুখে পড়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগও আইসিসির ভাবনার কারণ হতে পারে। আগামী মাসে দেশটিতে চালু হওয়া লিগটি যথেষ্টই অর্থকরী হতে যাচ্ছে। মাইক্রোসফটের প্রধান নির্বাহী সত্য নাদেলা এই লিগের নেপথ্য কারিগর হিসেবে কাজ করছেন।

সম্প্রতি গলফে পিজিএ ট্যুর ও ডিপি ওয়ার্ল্ড ট্যুরের বাইরে সৌদি মালিকানাধীন গলফ সার্কিট নিয়েও কম জলঘোলা হয়নি। সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রাপ্ত অর্থে পরিচালিত এই এলআইভি গলফ সার্কিট পিজিএ ট্যুর ও ডিপি ওয়ার্ল্ড ট্যুরের শীর্ষ গলফারদের টাকা দিয়ে কিনে ফেলছিল। এলআইভি গলফ গলফারদের রেকর্ড আড়াই কোটি মার্কিন ডলার পার্স ও আর্থিক নিশ্চয়তা দিয়েছিল, যেটি গলফ তারকাদের ব্যাপকভাবে আকর্ষণ করে। এতে অংশ নেন ফিল মিকেলসন ও ব্রুকস কোয়েপকার মতো তারকা গলফাররা। তবে টাইগার উডস, ররি ম্যাকলরয়রা থেকে যান পিজিএ ট্যুরের সঙ্গেই। যদিও সম্প্রতি এ সমস্যার সমাধান হয়েছে। পিজিএ ট্যুর, ডিপি ওয়ার্ল্ড ও সৌদি মালিকানাধীন এলআইভি একত্রিত হয়েছে।

ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের ব্যাপারে আইসিসি এ ধরনের কোনো উদ্যোগের কথাও মাথায় রাখছে। ১৯৭৭ সালে ক্রিকেটের সেই বিখ্যাত কেরি প্যাকার সিরিজের উদাহরণ তো আছেই। অস্ট্রেলিয়ার ধনকুবের প্যাকার ওই সময় বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় ক্রিকেটারদের নিয়ে ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট সিরিজ চালু করেছিলেন। যেটি সে সময় খুব সুনজরে দেখেনি আইসিসি ও সংশ্লিষ্ট ক্রিকেট বোর্ডগুলো। নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল সে সিরিজ খেলতে যাওয়া ক্রিকেটের শীর্ষ তারকাদের ওপর। এখন কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ যদি আইসিসির বেঁধে দেওয়া নিয়মকানুন না মানে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়বে সেই লিগ। কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার থেকেই যাচ্ছে। সেই লিগের দলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়ও পড়ে যাবেন নিষেধাজ্ঞার কবলে। সে ক্ষেত্রে সেই খেলোয়াড় আইসিসি অনুমোদিত ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার অধিকার হারাবেন।

আইসিসি চায় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে প্রতি ম্যাচে চার বিদেশি খেলোয়াড়ের সংখ্যা বেঁধে দেওয়ার ব্যাপারটি টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর খেলোয়াড়দের মধ্যেই রাখতে। সে ক্ষেত্রে আইসিসি সহযোগী সদস্যদেশের ক্রিকেটার এই কোটার মধ্যে পড়বেন না। এতে আইসিসি সহযোগী সদস্যদেশগুলোর ক্রিকেটাররা এসব লিগে খেলে নিজেদের দেশের ক্রিকেটকে লাভবান করতে পারবেন।

দিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপে আটকে পড়া তামিল অভিবাসীদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

দিয়েগো গার্সিয়া (ওয়েবডেস্ক)ঃ ভারত মহাসাগরের ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ চাগোস আইল্যান্ডসে বেশ কয়েকজন অভিবাসী গত কয়েক মাস ধরে আটকা পড়ে আছে যাদের বহনকারী মাছ ধরার একটি নৌকা বিপদে পড়ার পর সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল।

তারা এখন এই দ্বীপপুঞ্জ থেকে নিরাপদ জায়গায় চলে যাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেছে, কিন্তু এই দ্বীপটির অস্বাভাবিক আইনি মর্যাদার কারণে তারা সেখান থেকে কোথাও যেতে পারছে না।

আটকে পড়া অভিবাসীরা বলছেন, এই দ্বীপে তাদের জীবনকে নরকের মতো দুর্বিষহ হয়ে ওঠেছে।

এই প্রতিবেদনে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের নাম বদলে দেয়া হয়েছে।

দু'হাজার একুশ সালের অক্টোবর মাসের এক ভোরে দিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপের কাছে মাছ ধরার একটি নৌকাকে বিপদে পড়তে দেখা যায়।

নৌযানটি খুব দ্রুত দ্বীপটির কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই দ্বীপে রয়েছে একটি গোপন ব্রিটিশমার্কিন সামরিক ঘাঁটি যা যেকোনো লোকালয়ের চেয়ে কয়েকশ মাইল দূরে। অনুমতি ছাড়া এখানে কারো আগমন নিষিদ্ধ।

অভিবাসীদের উদ্ধার করার অল্প সময়ের মধ্যেই জানা গেল যে এই ৮৯ জন আরোহী শ্রীলঙ্কান তামিল এবং তারা দাবি করছেন যে তারা তাদের দেশে নিপীড়ন নির্যাতনের হাত থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন। এই দ্বীপে আসা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

তাদের পরিকল্পনা ছিল ক্যানাডায় গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করার। তাদের এই দাবির পক্ষে তারা মানচিত্র, ডায়রির লেখা এবং জিপিএস তথ্য তুলে ধরে। কিন্তু খারাপ আবহাওয়া এবং ইঞ্জিনের সমস্যার কারণে এই দ্বীপে আসতে বাধ্য হয়েছে।

তাদের একজন বলেছেন নৌকাটি সমস্যায় পড়ার পর তারা কাছের একটি নিরাপদ জায়গায় উঠতে চেয়েছিলেন। বিবিসিকে তিনি বলেন, আমরা কিছু আলো দেখতে পেয়ে দিয়েগো গার্সিয়ার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করি।

তখন নৌবাহিনীর একটি জাহাজ মাছ ধরার নৌকাটিকে স্থলভূমির দিকে নিয়ে আসে এবং এর আরোহীদের একটি অস্থায়ী কেন্দ্রে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে।

এসবই ২০ মাস আগের কথা। এই অভিযাত্রীদের বিষয়ে দ্বীপটির ও লন্ডনের কর্মকর্তাদের মধ্যে কথাবার্তা থেকে ধারণা পাওয়া যায় কেন তারা এতো দীর্ঘ সময় ধরে সেখানে আটকে রয়েছে।

তারা বলছেনম সেখানকার অবস্থা এতোই খারাপ হয়ে গেছে যে তাদের মধ্যে কেউ কেউ আত্মহত্যারও চেষ্টা করেছেন।

আটকের পড়া কয়েকজন অভিবাসীর পক্ষে একজন আইনজীবী পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে হওয়া যোগাযোগের তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে 'নজিরবিহীন' এই ঘটনার ব্যাপারে কর্মকর্তারা কী করবেন সেটা তারা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। আদান প্রদান হওয়া প্রাথমিক বার্তাগুলোতে ইঞ্জিন মেরামতের বিষয়টি খতিয়ে দেখার পরিকল্পনার কথা জানা যায়, তবে এও বলা হয় এই গ্রুপটি যে দিয়েগো গার্সিয়া থেকে আশ্রয় চাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করবে না সেটাও আমরা বাতিল করে দিতে পারি না।

এর মধ্যে আটকে পড়া তামিলরা ওই দ্বীপে ব্রিটিশ বাহিনীর কমান্ডারের কাছে একটি চিঠি দেন যাতে বলা হয় যে তাদের দেশে চলা নিপীড়নের হাত থেকে বাঁচতে তারা ১৮ দিন আগে তামিলনাড়ু থেকে নৌকায় যাত্রা শুরু করেন। তারা এখন চাইছেন তাদেরকে যেন একটি নিরাপদ দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

তাদের অনেকে দাবি করেন যে সাবেক তামিল টাইগার বিদ্রোহীদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। এই গৃহযুদ্ধ শেষ হয় ২০০৯ সালে যাতে তামিল টাইগাররা পরাজিত হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যৌন নির্যাতনেরও অভিযোগ করেছেন।

লন্ডনের অনুমোদন করা সরকারি এক ইনফরমেশন নোটে বলা হয় যে এই দলটির অপ্রত্যাশিত আগমনের ফলে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান ওশান টেরিটরিতে (যা এই দ্বীপটির সরকারি নাম) এই প্রথমবারের মতো অ্যাসাইলাম বা আশ্রয় চাওয়া হয়েছে।

এই নোটে আরো বলা হয়, এবিষয়ে মিডিয়ার পক্ষ থেকে যদি যোগাযোগ করা হয় তাহলে যেন বলা হয় যে ব্রিটিশ সরকার এবিষয়ে অবহিত রয়েছে এবং পরিস্থিতি সমাধানের জন্য জরুরিভিত্তিতে কাজ করছে।

বর্তমানে এই দলটির বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগর জন্য কোনো উপায় নেই, কিন্তু মনে হচ্ছে সময় যাওয়ার সাথে সাথে তাদের খবরও ছড়িয়ে পড়বে, বলা হয় ওই নোটে।

লন্ডনের সঙ্গে এই বার্তা দেয়ানেয়ার মধ্যে আরো কিছু নৌকা দিয়েগো গার্সিয়াতে এসে পৌঁছায়। এক পর্যায়ে অস্থায়ী ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়া লোকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় অন্তত ১৫০। আইনজীবীরা ধারণা করছেন বাকি লোকগুলোও শ্রীলঙ্কা থেকে এসেছে।

কিন্তু এর মধ্যে এই আশ্রয়প্রার্থীদের বর্তমান পরিস্থিতি প্রকাশ পেতে শুরু করে।

শুরুর দিকে আমি বেশ খুশিই ছিলাম। ভেবেছিলাম আমি বেঁচে গেছি। আমি খাবার পাচ্ছি এবং নির্যাতন থেকে দূরে আছি, গত মাসে লাকশানি নামের একজন অভিবাসী নারী বিবিসির কাছে এই মন্তব্য করেন।

কিন্তু তিনি বলেন এর পরে শীঘ্রই দ্বীপটি একটি নরকে পরিণত হয়। তিনি বলেন গত বছরের অক্টোবর মাসে তার ওপর যৌন হয়রানি চালানো হয়েছে। যে লোকটি এই আক্রমণ করেছে তিনি তার সঙ্গে একই নৌকায় করে এসেছেন এবং তাদেরকে একই তাঁবুতে রাখা হয়েছে।

আমি চিৎকার দিয়েছিলাম, কিন্তু কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি, বলেন তিনি।

লাকশানি বলেন, পরে যখন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ দায়েরের কথা চিন্তা করলেন তখন তাকে বলা হলো যে এবিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন কারণ তিনি তার কাপড় ধুয়ে ফেলেছেন।

তিনি বলেন এর পরেও তাকে ওই লোকটির সঙ্গে একই তাঁবুতে প্রায় এক সপ্তাহের মতো থাকতে হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়েছে।

এই অভিযোগের বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার এবং ওই দ্বীপের প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাদের পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। এই তামিল অভিবাসীরা বলছেন নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেতে তারা শ্রীলঙ্কা থেকে পালিয়েছেন

লাকশানি এবং অন্যান্যরা বিবিসিকে বলেছেন যে এরকম পরিস্থিতিতে তারা এবং তাদের পরিচিত কেউ কেউ আত্মহত্যা কিম্বা নিজের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছেন।

আইনজীবীরা বলছেন, ওই ক্যাম্পে এরকম অন্তত ১২টি আত্মহত্যার প্রচেষ্টা এবং দুটো যৌন হামলার কথা তারা জানেন।

আমরা শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ... এখানে আমাদের কোনো জীবন নাই। আমার মনে হয় আমি যেন একটা মৃত মানুষের মতো বেঁচে আছি, বলেন আরেকজন অভিবাসী ভিথুসান। বিবিসিকে তিনি বলেছেন যে তিনি দুবার নিজের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছেন। আরেক ব্যক্তি আদাভান বলেছেন সুরক্ষা চেয়ে করা তার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর তিনি সব আশা হারিয়ে ফেলেন এবং তিনি আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন।

আমি এখানে জীবনভর খাঁচাবন্দী প্রাণী হয়ে বেঁচে থাকতে চাইনি, বলেন তিনি।

তিনি জানান ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়া আরেকজন অভিবাসী আত্মহত্যার চেষ্টা করলে বিষয়টি তিনি কর্তৃপক্ষকে জানান এবং তখন তারা তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

শান্তি নামের আরেকজন নারী জানিয়েছেন যে তার স্বামীও আত্মহত্যা করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

লাকশানি জানান, ক্যাম্পের একজন অফিসার তাকে শ্রীলঙ্কাতে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বললে তিনি আত্মহত্যা করার উদ্যোগ নেন। তিনি বলেন যে শ্রীলঙ্কাতে সৈন্যরা ২০২১ সালে তাকে ধর্ষণ করেছে এবং তার ওপর নির্যাতন চালিয়েছে।

এই ক্যাম্পে প্রহরা দেওয়ার কাজ করছে ব্রিটিশ সরকার এবং বেসরকারি নিরাপত্তা কোম্পানি জি ফোর এস। আত্মহত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগের বিষয়ে তাদের মতামত জানতে চাওয়া হলে তারা কোনো মন্তব্য করেনি।

জি ফোর এস বলেছে, তাদের কর্মকর্তারা দ্বীপে আটকা পড়া অভিবাসীদের সঙ্গে সবসময় মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক আচরণ করে থাকে। ব্রিটিশ সরকারের একজন মুখপাত্র বলেছেন তারা ওই দ্বীপের অভিবাসীদের কল্যাণ ও নিরাপত্তাকে তারা অত্যন্ত গুরুত্ব দেন এবং অসদাচরণের যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলো তারা গুরুত্বের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গভাবে তদন্ত করে দেখছেন।

ওই মুখপাত্র বলেন যে দ্বীপটির প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিবাসীদের ব্যাপক চিকিৎসা সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।

এর মধ্যে দ্বীপে অনশন ধর্মঘট হয়েছে। আইনজীবীরা বলছেন যে এতে শিশুরাও অংশ নিয়েছেন।

আইনজীবীরা জানিয়েছেন, এবছরের আরো আগের দিকে দ্বীপটির কমিশনার অভিবাসীদের ফোন জব্দ করে নিয়ে গেছেন। সবার ব্যবহারের জন্য সেখানে যে ফোন রাখা আছে সেগুলোও তাদেরকে ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে না। তারা বলছেন দ্বীপের প্রশাসনকে সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে দায়মুক্তি দিয়ে ফরমে স্বাক্ষর না করলে তাদেরকে চিকিৎসা সেবা দেওয়াও বন্ধ করে দিচ্ছেন।

দ্বীপটির প্রশাসন আদালতে দেওয়া কাগজপত্রে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তারা বলেছে, একবার অনশন ধর্মঘটের সময় ক্যাম্প থেকে ধারাল সব বস্তু সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তারা যাতে নিজেদের ক্ষতিসাধন করতে না পারে সেজন্য অন্যান্য ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে।

তবে তারা বলছে, দিয়েগো গার্সিয়ার সামরিক ঘাঁটি আশ্রয়প্রার্থীদের থাকার জায়গা নয়।

ব্রিটেন ১৯৬৫ সালে দেশটির তৎকালীন উপনিবেশ মরিশাসের কাছ থেকে চাগোস আইল্যান্ডসের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল। দিয়েগো গার্সিয়া এই চাগোস দ্বীপপুঞ্জের একটি অংশ। পরে ওই দ্বীপটিতে সামরিক ঘাঁটি তৈরি করার জন্য সেখান থেকে এক হাজারেরও বেশি লোককে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়।

মরিশাস ১৯৬৮ সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। তারা মনে করে এই দ্বীপগুলো তাদের। জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালত থেকেও রায় দেওয়া হয়েছে যে এই দ্বীপটিতে যুক্তরাজ্যের প্রশাসন বেআইনি এবং তার অবসান ঘটাতে হবে।

এসব দ্বীপের বিষয়ে আলোচনা শুরু করার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে ব্রিটেনের ওপর চাপ দেওয়া হচ্ছিল। ব্রিটেন এসব চাপেও রাজি হচ্ছিল না। কিন্তু গত বছর তারা এবিষয়ে কথাবার্তা বলতে সম্মত হয়।

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে আফগানিস্তান ও ইরাকে বোমা হামলা চালানোর জন্য দিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপের সামরিক ঘাঁটি থেকে মার্কিন বিমান পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও এই দ্বীপটিকে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর ব্ল্যাক সাইট হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে যেখানে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

লন্ডনের আদালতে দায়ের করা কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছে, করোনা ভাইরাস মহামারির সময় সামরিক বাহিনীর আক্রান্ত সৈন্যদের আলাদা করে রাখার জন্য যেসব তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল সেগুলোতে অভিবাসীদের রাখা হয়েছে। ক্যাম্পের চারদিক ঘিরে রয়েছে বেষ্টনী, মৌলিক কিছু চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং একটি ক্যান্টিন। অভিবাসীরা যদি এখান থেকে কোথাও যেতে চায় তখন জি ফোর এসের নিরাপত্তা রক্ষীরাও তাদের সঙ্গে থাকে। আমরা তোতাপাখি, আমাদেরকে একটি খাঁচায় রাখা হয়েছে, বলেন শান্তি।

যেসব আইনজীবী অভিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব করছেন তারা বলছেন, ক্যাম্পে এক বছর আগে মৌলিক কিছু শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। কিন্তু ইঁদুরের প্রকোপের কারণে কখনও কখনও ক্যাম্পের বাইরে ক্লাসের আয়োজন করা হয়েছে।

আইনজীবীরা বলছেন, কিছু কিছু অভিবাসী ইতোমধ্যে তাদের দেশে ফিরে গেছেন। হয় তারা তাদের আবেদন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন কিম্বা তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কয়েকজন অভিবাসী ভারত মহাসাগরে অবস্থিত ফরাসী একটি দ্বীপ আইল্যান্ড অব রিইউনিয়নে চলে গেছেন সেখান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে আবেদন করার আশায়।

বর্তমানে দিয়েগো গার্সিয়াতে অন্তত ৬০ জন তামিল অবস্থান করছে। তারা তাদের ভবিষ্যতের বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছে।

শরণার্থীদের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করা হবে এসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনে যুক্তরাজ্য স্বাক্ষর করেছে। তবে আদালতের কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছে এসব আইন চাগোস আইল্যান্ডসের মতো ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান ওশান টেরিটরিতে প্রযোজ্য নয়।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, কোনো দেশে ফেরত পাঠালো যদি কারো ওপর নির্যাতন অথবা অমানবিক আচরণের আশঙ্কা থাকে, তাহলে তাকে সেদেশে পাঠানো যাবে না। এই অভিবাসীদের শ্রীলঙ্কা ফেরত পাঠানো হবে না কি তৃতীয় কোনো নিরাপদ দেশে' পাঠানো হবে - এবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও এগুলো বিবেচনা করা হচ্ছে।

টেসা গ্রেগরি নামের একজন আইনজীবী বলছেন, তিনি যে আইনি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন সেটি দিয়েগো গার্সিয়ার বেশ কয়েকজন আশ্রয়প্রার্থীর পক্ষে জুডিশিয়াল রিভিউ শুরু করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি তাদেরকে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করেছে। তিনি বলছেন, মৌলিকভাবে এটা অন্যায্য।

তিনি বলেন, তড়িঘড়ি করে করা প্রাথমিক কিছু সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তাদেরকে শ্রীলঙ্কায় ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাৎকারের অনুবাদেও রয়েছে অনেক ভুল। এবং নিরাপদ তৃতীয় কোনো দেশকেও ব্রিটিশ সরকার এখনও চিহ্নিত করতে পারেনি।

অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকার বলছে, ওই দ্বীপের প্রশাসন অভিবাসীদের নিরাপত্তার বিষয়টি সেখানকার স্থানীয় আইন এবং আন্তর্জাতিক আইনি বাধ্যবাধকতার আলোকে বিবেচনা করছে।

যুক্তরাজ্যে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার অফিস থেকে বিবিসিকে বলা হয়েছে, দিয়েগো গার্সিয়াতে অভিবাসীদের স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতির খবরে তারা উদ্বিগ্ন। একারণে তারা সেখানে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছে কিন্তু সেটা এখনও অনুমোদন করা হয়নি।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের কর্মকর্তারা বলছেন, এই আশ্রয়প্রার্থীদের কল্যাণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের সব ধরনের উপায় বিবেচনা করা উচিত এবং যেহেতু তারা ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত এলাকাতে আছে তাই ব্রিটিশ সরকারকেই তাদের নিরাপত্তা দিতে হবে।

আইনজীবীরা জানিয়েছেন, ব্রিটিশ সরকার বলছে যে তারা দিয়েগো গার্সিয়া থেকে কোনো আশ্রয়প্রার্থীকে গ্রহণ করবে না।

দিয়েগো গার্সিয়াতে পৌঁছানো তিনজন তামিল এখন রোয়ান্ডাতে। আত্মহত্যা করার চেষ্টা করলে তাদেরকে ক্যাম্প থেকে সরিয়ে সেদেশে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

ব্রিটিশ সরকার যুক্তরাজ্য থেকে কিছু আশ্রয়প্রার্থীকে রোয়ান্ডায় পাঠানোর ব্যাপারে দেশটির সঙ্গে যে চুক্তি করেছে তার আওতায় এই তামিলদের সেখানে পাঠানো হয়নি।

ওই দ্বীপের প্রশাসন বলছে যে তারাই তাদের চিকিৎসার খরচ বহন করবে।

ব্রিটিশ সরকার অন্য এক বিবৃতিতে বিবিসিকে বলেছে যে তারা বর্তমান পরিস্থিতির দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য ওই দ্বীপের প্রশাসনের সঙ্গে নিরলসভাবে কাজ করছে।

তবে এই সঙ্কটের যে কবে সমাধান হবে তা এখনও পরিষ্কার নয়। কুড়ি মাস অপেক্ষা করার পর আশ্রয়প্রার্থীদের একজন বলেছেন, প্রত্যেকেই তাদের আশা হারিয়ে ফেলেছে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বৃহস্পতিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
15:06:2023
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

গায়ক রূপম ইসলামকে কি হিন্দুত্ববাদীরা বয়কটের ডাক দিচ্ছে?

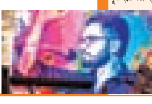

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ সঙ্গীতশিল্পী রূপম ইসলাম তার অনুষ্ঠানে জেলবন্দী ছাত্র নেতা উমর খালিদের ন্যায়বিচার দাবি করায় তাকে বয়কটের ডাক দিয়ে হ্যাশট্যাগ চলছে সামাজিক মাধ্যমে। তিনি একজন 'দেশদ্রোহী'কে সমর্থন করছেন এবং 'লাভ জিহাদ' চালাচ্ছেন বলেও সামাজিক মাধ্যমে কটাক্ষ করছেন কেউ কেউ। রূপম ইসলামের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, উমর খালিদের মতো আরও অনেকে যারা বন্দী হয়ে আছেন, তাদের জন্য শুধুই 'ন্যায়বিচার'এর দাবি তুলেছিলেন গায়ক। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা সিএএ এবং এনআরসির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অন্যতম মুখ হয়ে ওঠা ছাত্র নেতা উমর খালিদ ১০০০ দিন ধরে জেলে আটক রয়েছেন। তার বিরুদ্ধে দিল্লি দাঙ্গায় জড়িত থাকারও অভিযোগ রয়েছে। তার বিরুদ্ধে অনেকগুলি মামলা দেয়া হয়েছে, যার কয়েকটিতে তিনি জামিন পেলেও বাকিগুলিতে জামিন পান নি, তাই প্রায় তিন বছর ধরে তিনি দিল্লি তিহার জেলেই আটক রয়েছেন। উমর খালিদকে হিন্দুত্ববাদীরা একজন 'দেশদ্রোহী' এবং তথাকথিত 'টুকরে টুকরে গ্যাং'য়ের সদস্য বলে অভিহিত করে থাকেন। সেরকম একজনের হয়ে কেন রূপম ইসলাম মুখ খুলবেন, এই প্রশ্ন তোলা হচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে। রূপম ইসলাম অবশ্য সিএএ এবং এনআরসির বিরুদ্ধে আগেও মুখ খুলেছেন। সারা ভারত জুড়ে যখন এনআরসিসিএএর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হচ্ছে, সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের আরও অনেক শিল্পীর সঙ্গেই রূপম ইসলামও গলা মিলিয়ে পাঠ করেছিলেন বরুণ গ্রোভারের জনপ্রিয় হয়ে যাওয়া কবিতা 'কাগজ আমরা দেখাব না'।

পাকিস্তানের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে 'বিপর্যয়'

দ্বারকা (এজেন্সী) ঃ পাকিস্তান এবং ভারতের উপকূলের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয়। পাকিস্তানের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বলছে, বিপর্যয় প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিচ্ছে। স্থানীয় সময় ১৫ই জুন বিকেল নাগাদ পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চল এবং ভারতের গুজরাট উপকূলে আঘাত হানতে পারে এই ঘূর্ণিঝড়।

সিনধ সরকার উপকূলীয় কাটি বন্দর, ঠাঠা এবং বাদিন এলাকা থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সরিয়ে নিতে শুরু করেছে। একইসাথে করাচির উপকূলীয় এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

পাকিস্তানের আবহাওয়া বিভাগ বলছে, ঘূর্ণিঝড়টির কেন্দ্রে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৭০ কিলোমিটার। এর ফলে সাগরে ঢেউয়ের উচ্চতা ৩৫ থেকে ৪০ ফুট পর্যন্ত বাড়ছে।

এরইমধ্যে ভারতের গুজরাটের দ্বারকা গুমতি ঘাট এলাকায় ঘূর্ণিঝড়টির প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। সাগরে বন্যা দেখা দিয়েছে এবং ঢেউয়ের উচ্চতা ক্রমাগতভাবে বাড়ছে।

পাকিস্তানের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এনডিএমএ এর তথ্য অনুযায়ী, দেশটির উপকূলীয় এলাকা কাটি বন্দর থেকে ঘূর্ণিঝড়টি ৩০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে।

সংস্থাটির মতে, ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় করাচি থেকে সাড়ে তিনশ কিলোমিটার এবং ঠাঠা থেকে থেকে ৩৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে।

ঘূর্ণিঝড়টি উত্তর দিকে অবস্থান করলেও ১৫ই জুন তারখে এটি উত্তরপূর্ব দিকে সরে যাবে এবং কাটি বন্দর ও গুজরাট রাজ্য অতিক্রম করবে।

পাকিস্তানের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এনডিএমএ উপকূলের বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার নির্দেশনা দিয়েছে।

সবশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড়টি ১৪ই জুন সকালে উত্তর দিকেই অবস্থান করবে এবং এর পরে এটি পূর্ব দিকে সরে গিয়ে সিনধ প্রদেশের উপকূলীয় এলাকা কাটি বন্দরে আঘাত হানতে পারে।

তার আগে এটি ভারতের গুজরাটের উপর দিয়ে বয়ে যাবে।

ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয়ে পাকিস্তানের ঠাঠা, বাদিন, সাজাওয়াল, থারপারকার, করাচি, মিরপুরখাস, উমারকোট, হায়দেরাবাদ, ওরমারা, টান্ডো আল্লাহইয়ার খান এবং টান্ডো মোহাম্মাদ খান আক্রান্ত হতে পারে।

এনডিএমএ বলছে, ঘূর্ণিঝড়ে দমকা বাতাস, ভারী বৃষ্টি এবং সাময়িক বন্যার আশঙ্কা রয়েছে। ঘূর্ণিঝড়টির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

পাকিস্তানের সিনধ প্রদেশের সরকার কাটি বন্দর, ঠাঠা ও বাদিন উপকূলীয় এলাকা থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে নিতে শুরু করেছে।

পাকিস্তানের ভবন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ করাচির ৫৭৮টি ভবনকে অনিরাপদ ঘোষণা করেছে।

করাচির কমিশনার এই ভবনগুলোর তালিকা সিনধ প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মুরাদ আলি শাহের কাছে জমা দিয়েছেন।

কর্তৃপক্ষ বলছে, এসব ভবনকে দ্রুত খালি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট কমিশনারদের।

আর যেসব ভবন এরইমধ্যে খালি করা হয়েছে সেগুলো সিলগালা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। করাচির কমিশনার বলেন, সিনধের মুখ্যমন্ত্রীর আদেশে ভবনের দুর্বল খুঁটিগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

পাকিস্তানের জাতীয় এয়ারলাইন কর্তৃপক্ষ পিআইএ, ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

সংস্থাটির মুখপাত্র জানান, আগামীকাল ভোর রাত তিনটা থেকে ঝড়ের প্রভাব বিমানবন্দর এবং বিমান চলাচল পথের উপর পড়তে শুরু করবে।

তিনি বলেন, করাচি এবং সুক্কুর ফ্লাইটের জন্য বিকল্প বিমানবন্দর হিসেবে লাহোর বা মুলতান বিমানবন্দর ব্যবহার করা হবে।

করাচি–সুক্কুর–করাচির মঙ্গলবারের সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। বুধবারের ফ্লাইটের বিষয়ে সেদিনের আবহাওয়া অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার কথাও জানান তিনি।

পিআইএ'র মুখপাত্র বলেছেন, বিমানবন্দরের কন্টেইনার, ট্রলি, ডলি, প্রকৌশল সরঞ্জাম, র‍্যাম্প যানবাহন নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

পার্ক করে রাখা বিমানগুলো যাতে ঝড় ও বাতাসে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্য সেগুলো মাটির সাথে আটকে দেয়া হয়েছে।

এছাড়া ঝুঁকির পরিমাপের জন্য একটি ইমারজেন্সি রেসপন্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয়ের কারণে বেলুচিস্তানের ওরমারা এলাকার গওয়াডার জেলায় সাগরের উচ্চতা বেড়ে নোনা পানি স্থানীয় বাড়ি ও দোকানে ঢুকে পড়েছে। তবে সরকারি কর্মকর্তারা বলেছেন যে, এটি এখনো মারাত্মক কিছু নয়।

পাসনি এলাকার সহকারী কমিশনার মুহাম্মাদ জান বেলুচ বিবিসিকে বলেছেন, ওরমারার যেসব এলাকা ঝুঁকিপূর্ণ সেগুলো হচ্ছে আড গর, তাক এবং বিল। তিনি বলেন, ওরমারা শহরের পূর্বাঞ্চলে জলের উচ্চতা আবারো বেড়েছে।

সোমবার থেকে এই এলাকার বাড়িঘর ও দোকানপাটে জল ঢোকা শুরু হয়েছে এবং এখনো তা অব্যাহত আছে।

বিপদের কথা মাথায় রেখে ওরমারার বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় শিবির স্থাপন করা হয়েছে।

তবে বাসিন্দারা এখনো কেউ এসব শিবিরে আসা শুরু করেনি।

মি. বেলুচ বলেন, পাকিস্তান নৌবাহিনীর সহায়তায় ওরমারায় দেড়শো মাছ ধরার নৌকা নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, পিসনির কালামাত এলাকায় ঝুঁকির মুখে রয়েছে স্থানীয় ৭০০ বাসিন্দা।

ঝুঁকির মাত্রা আরো বেড়ে গেলে তাদেরকে বিমানে করে সরিয়ে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করা হয়েছে। গওয়াডার শহরে মাছ ধরার নৌকা নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার শুরু হয়েছে।

গাযাইসরায়েল যুদ্ধে সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধের হুশিয়ারি অ্যামনেস্টির

ইসরায়েল (এজেন্সী) ঃ ইসরায়েলে বাহিনী আর গাযা ভূখণ্ডে ফিলিস্তিনিদের মধ্যে গত মাস থেকে যে লড়াই চলছে, সেখানে সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধ হয়ে থাকতে পারে বলে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলছে। মানবাধিকার সংস্থাটির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনীর দৃশ্যত বেপরোয়া বিমান হামলায় অনেক বেসামরিক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

সেখানে আরও বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ পিআইজের নির্বিচার রকেট হামলায় ইসরায়েলি এবং ফিলিস্তিনি উভয় দিকের বেসামরিক মানুষজন নিহত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে এসব বিষয় তদন্ত করে দেখার আহ্বান জানিয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।

ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) বলেছে, তারা আন্তর্জাতিক আইন মেনেই অভিযান চালিয়েছে। সেই সঙ্গে বেসামরিক নাগরিকদের ন্যূনতম ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

অ্যামনেস্টির প্রতিবেদনকে স্বাগত জানিয়েছেন পিআইজের একজন মুখপাত্র।

মে মাসের নয় তারিখ থেকে পাঁচদিন ধরে চলা সর্বশেষ ওই সহিংসতায় ৩৪ জন ফিলিস্তিনি আর একজন ইসরায়েলি নিহত হয়েছে। পরে মিশরের মধ্যস্থতায় একটি যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে।

রাতভর ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানের হামলা দিয়ে ওই যুদ্ধের শুরু হয়েছিল।

বাড়িঘরের ওপর চালানো সেইসব হামলায় পিআইজের সামরিক শাখার তিনজন জ্যেষ্ঠ কমান্ডার এবং আরও ১০ জন নিহত হয়, যারা তাদের আত্মীয় এবং প্রতিবেশী ছিলেন।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত আনতে সক্ষম ওই বোমাগুলো ঘনবসতি এলাকায় ঘুমন্ত পরিবারগুলোর ওপর ফেলার মানে হচ্ছে, যারা এসব হামলার পরিকল্পনা করেছে এবং অনুমোদন দিয়েছে, তারা বেসামরিক মানুষজনের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখেনি।

হামলাগুলো চালিয়েছে, যাতে সেখানকার বেসামরিক মানুষজনের জানমালের সবচেয়ে কম ক্ষয়ক্ষতি হয়।

কিন্তু অ্যামনেস্টি বলেছে, ইসরায়েলি হামলায় গাযায় ব্যাপকভাবে বাড়িঘর ধ্বংসের যে ধারা তারা দেখতে পেয়েছে, তাতে ইসরায়েলি হামলার পক্ষে কোন যুক্তিই গ্রহণযোগ্য হয় না।

বিশেষ করে ১৩ই মে জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরের একটি চারতলা বাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছিল, যেখানে ৪২ জন বাসিন্দা ছিলেন।

কিন্তু ওই ভবনে অস্ত্র বা অন্য কোন সামরিক সরঞ্জাম মজুদ করে রাখার কোন প্রমাণ পায়নি অ্যামনেস্টি। এমনকি এর আশেপাশের এলাকা থেকে কোন রকেটও ছোড়া হয়নি।

অ্যামনেস্টি বলছে, সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় হল, এর জন্য দায়ীদের যদি জবাবদিহিতার আওতায় না আনা হয়, তাহলে এই ধরণের ঘটনা আবারও ঘটতে পারে।

ইসরায়েলি হামলার জবাবে এক হাজার চারশোর বেশির রকেট হামলা করে পাল্টা জবাব দিয়েছে ফিলিস্তিনিরা। যার ফলে হাজার হাজার ইসরায়েলি 'বম্ব শেল্টারে' আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল।

আইডিএফের দাবি, ইসরায়েলি সীমানার ভেতরে ১১৩৯টি রকেট প্রবেশ করেছিল। জনবহুল এলাকায় ছোড়া ৪৩০টি রকেট তাদের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ঠেকিয়ে দিয়েছে।

রেনোভটের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে রকেট হামলায় একজন ইসরায়েলি নারী এবং শোকেদায় একটি ভবনে একজন ফিলিস্তিনি শ্রমিক নিহত হয়।

এরকম একটি রকেট গাযায় পড়ে দুইটি শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছে।

প্রথমে ওই এলাকায় রকেট পড়ে হতাহতের ঘটনা অস্বীকার করেছিল পিআইজে এবং তারা ইসরায়েলি হামলাকে দায়ী করেছিল।

কিন্তু পরবর্তীতে প্রত্যক্ষদর্শীরা অ্যামনেস্টিকে জানিয়েছে, পিআইজের কর্মীরা ঘটনার পরপরই রকেটের পড়ে থাকা অংশগুলো সরিয়ে নিয়ে যায়।

''ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বিচার আক্রমণ শুরু করা...এটি একটি যুদ্ধাপরাধ,'' বলেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।

আইডিএফের দাবি, ওই ঘটনার পরে যুদ্ধ শুরু হলে তাদের বিমানগুলো পিআইজের চারশোর বেশি সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছিল এবং তাদের সামরিক শাখার আরও তিনজন জ্যেষ্ঠ কমান্ডারকে হত্যা করেছিল।

তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা আগের সপ্তাহে ইসরায়েলে কয়েক ডজন রকেট এবং মর্টার হামলার জন্য দায়ী ছিল।

নিজ বাড়িতে পিআইজের তিন জ্যেষ্ঠ কমান্ডারের নিহত হওয়ার ঘটনাসহ এরকম নয়টি হামলার ঘটনা তদন্ত করে দেখেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।

এদিকে, আইডিএফ দাবি করেছে, গোয়েন্দা তথ্য বাস্তবসম্মত উপায়ে যাচাই বাছাইয়ের পরে তারা

''ভুল লক্ষ্যবস্তুতে হামলার জন্য পরিচিত ফিলিস্তিনিদের নির্বিচার রকেট হামলার ঘটনাগুলোকে যুদ্ধাপরাধ হিসাবে তদন্ত করা উচিত এবং ক্ষতিগ্রস্তদের দ্রুত ও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া উচিত'', বলছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।

তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে মন্তব্য করেননি পিআইজের মুখপাত্র তারিক সালমি।

কিন্তু তিনি বিবিসিকে বলেছেন যে, অ্যামনেস্টির রিপোর্ট ''প্রমাণ করছে যে, ভয়ানক অপরাধ করার মাধ্যমে দখলদার (ইসরায়েল) এই আগ্রাসন শুরু করেছে''।

''শত্রুরাই প্রথমে ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করতে অস্ত্র ব্যবহার শুরু করে। ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ইসরায়েল যে অপরাধ করে যাচ্ছে, তা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে আমার শুধু পাল্টা জবাব দিয়েছি,'' তিনি বলেন।

ইন্তিফাদার দিকে ঝুঁকছে দ্বিরাষ্ট্র তত্ত্বে বিশ্বাসহীন ফিলিস্তিনের তরুণ প্রজন্ম

ফিলিস্তিন (এজেন্সী) ঃ ফিলিস্তিনে যাদের বয়স ৩০ এর কম, তারা কখনই সেখানে কোন নির্বাচনে কোনদিন ভোট দেবার সুযোগ পাননি এবং অনেকেই বলেন ফিলিস্তিনি নেতৃত্বের প্রতি তাদের আস্থা খুবই কম। বিবিসিকে এমন কিছু তথ্য দেয়া হয়েছে যা আর কারো হাতে আসেনি, যেখানে বলা হচ্ছে, এই তরুণ সম্প্রদায় ইসরোয়েল ফিলিস্তিনি সঙ্কট সমাধানে যে দ্বিরাষ্ট্র তত্ত্বের কথা বলা হয় ক্রমশই তা প্রত্যাখ্যান করছে।

খুবই গতানুগতিক এই 'দ্বিরাষ্ট্র সমাধান' - পশ্চিমের তৈরি। এখানে বাস্তব পরিস্থিতির দিকে নজরই দেয়া হয়নি, প্রশ্নের উত্তরে বেশ তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই বললেন ১৭ বছর বয়সী জান্না তামিমি। তার প্রশ্ন ঃসেটাই যদি হবে, তাহলে সীমান্ত কোথায়?

জান্না জানালেন, তিনি বিশ্বে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত সবচেয়ে কম বয়সী সাংবাদিকদের একজন। মাত্র সাত বছর বয়সে মায়ের টেলিফোন ধার করে অধিকৃত পশ্চিম তীরে তার নিজের শহর নাবি সালাহ থেকে প্রতিবাদের খবর রিপোর্ট করতে শুরু করেন তিনি।

আমি ইসরায়েলি বাহিনীর রাতের বেলা এবং দিনের বেলাতেও হানা দেবার খবর দিই, এসব অভিযান চালানো হয় প্রায়শই। আমি সবগুলোর ভিডিও তুলতে পারি না, তবে আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করি। আসলে স্কুল আর অন্য সব দিক সামলে কাজটা একটু কঠিন হয়ে পড়ে। তার পরেও সবসময়ই দেবার মত খবর থাকে।

জান্নার জন্মের পর থেকে ফিলিস্তিনি এলাকায় একটাও সাধারণ নির্বাচন বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়নি। শেষবার নির্বাচন হয়েছিল ২০০৬ সালে। যার অর্থ হল ৩৪ বছরের কম বয়সী কেউই জীবনে কখনও ভোট দেবার সুযোগ পাননি।

শেষবার ভোটের পর থেকে যেটা হয়েছে সেটা হল ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি মানুষের আস্থা ভেঙে পড়েছে। একই সঙ্গে দ্বিরাষ্ট্র সমাধান তত্ত্বের প্রতি সমর্থনের পাল্লাও ক্রমশ নিম্নমুখী হয়েছে, যে তত্ত্বের মূল ফর্মূলা হল ইসরায়েলের পাশাপাশি একটা স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের মধ্যে দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা।

পশ্চিম তীরে প্যালেস্টাইন সেন্টার ফর পলিসি অ্যান্ড সার্ভে রিসার্চ নামের একটি সংস্থা গত দুই দশকে জনসাধারণের মধ্যে মনোভাবের পরিবর্তন কীভাবে ঘটেছে সে বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছে এবং ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের ওপর চালানো তাদের গবেষণার তথ্য তারা একমাত্র বিবিসির সাথে শেয়ার করেছে।

ওই সেন্টারের গবেষণার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতাসীন ফিলিস্তিনি অথরিটি (পিএ)র প্রতি এই প্রজন্মের সমর্থন স্পষ্টভাবে কমছে এবং গত দশকে দ্বিরাষ্ট্র সমাধান তত্ত্বের প্রতি সমর্থনও নিরবচ্ছিন্নভাবে নিম্নমুখী হয়েছে।

বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অসন্তোষের মূল কারণ হল প্রধানত রাজনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে তাদের দৃষ্টিতে বৈধতার অভাব। দেখুন, আমাদের একজন প্রেসিডেন্ট আছেন, যিনি গত ১৪ বছর ধরে নির্বাচনী বৈধতা ছাড়াই শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন, ব্যাখ্যা করছিলেন ওই সেন্টারের পরিচালক ড. খালিল শিকাকি। আমাদের রাজনৈতিক কাঠামো মূলত কর্তৃত্বপরায়ণ। এই ব্যবস্থা প্রধানত এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক। কাগজে কলমে আমাদের একটা সংবিধান আছে। কিন্তু বাস্তবে আমরা সংবিধানের তোয়াক্কা করি না। একই সাথে, ৩০ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাতের প্রতি সমর্থন খুবই বেশি। এদের ৫৬ই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইন্তিফাদা বা অভ্যুত্থানের পক্ষে এই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে মার্চ মাসে চালানো সবশেষ জরিপ থেকে।

গত এক বছরে পশ্চিম তীরে উত্তরাঞ্চলীয় দুই শহর নাবলুস আর জেনিনে অসংখ্য নতুন জঙ্গী গোষ্ঠি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, যারা ক্ষমতাসীন পিএর নিরাপত্তা বাহিনীর বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

এদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত হল লায়ন্স ডেন এবং জেনিন ব্রিগেডস্, যারা পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনী ও বসতি স্থাপনকারীদের ওপর হামলাও চালিয়েছে। জেনিন বিগ্রেডের সদস্যদের সঙ্গে এক রাতে দুটোর সময় আমরা যোগ দিয়েছিলাম। তখন তারা জেনিন শরণার্থী শিবিরের গোলকধাঁধাঁর মত অলিগলিতে প্রশিক্ষণ মহড়া চালাচ্ছিল।

দলের প্রত্যেক সদস্যের হাতে ছিল এমসিক্সটিন অ্যাসল্ট রাইফেল। আপাদমস্তক তাদের ঢাকা ছিল কালো পোশাকে। নিঃশব্দে তারা এসে দাঁড়াল একটা লাইনে। বন্দুকগুলো সামনে ধরে অলিগলি আর ছাদের মাথা নিশানা করে তারা এগোতে লাগল।

এদের বেশিরভাগই পুরুষ যাদের বয়স বিশের কোঠায়। তাদের দাবি তারা কোন বড় জঙ্গী গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত নয় বা তাদের অংশও নয় তারা স্বাধীনচেতা গোষ্ঠি এবং ফিলিস্তিনি অঞ্চলের রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কোনরকম সংশ্রব তারা প্রকাশ্যেই প্রত্যাখ্যান করে থাকে। একজন যোদ্ধা, ২৮ বছর বয়সী মুজাহিদ আমাদের বললেন যে বর্তমান নেতৃত্ব তাদের প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করে না। গত ৩০ বছরের রাজনৈতিক পদ্ধতির ওপর ফিলিস্তিনের তরুণরা আর আশা রাখতে পারছেন না, তাদের আশা ভঙ্গ হয়েছে, তিনি বললেন।

দখলদাররা প্রতিদিন এখানে ঢোকে, প্রকাশ্য দিবালোকে ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করে, ইসরায়েলি বাহিনীকে লক্ষ্য করে তিনি এই মন্তব্য করলেন। এই দখলদাররা শুধু বলপ্রয়োগের ভাষাই বোঝে।

ফিলিস্তিনে দীর্ঘদিন সাধারণ বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন না হওয়ায় রাজনৈতিক তাপমাত্রা বোঝার একমাত্র ব্যারোমিটার হল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নির্বাচনগুলো। পশ্চিম তীরে বিরজেইৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক পরিবেশে এবং সেখানকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্বাচনগুলোতে ওই অঞ্চলের রাজনৈতিক মনোভাব প্রতিফলিত হয়।

সেখানেও মনোভাবের স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ফাতাহ ছাত্র সংগঠন, যা শাসক গোষ্ঠি ফিলিস্তিনি অথরিটিতে প্রভাবশালী ফাতাহ পার্টির ছাত্র শাখা, তারা সবসময়ই বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিতে বিরোধী ইসলামপন্থী দলের চেয়ে এগিয়ে ছিল, এমনকি ফাতাহর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হামাসের ছাত্র শাখাও ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। কিন্তু গত বছর পরিস্থিতি বদলেছে।

সেটা ছিল একটা বড় বিস্ময়, বললেন মুস্তাফা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২২এর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অফ প্যালেস্টাইনের ছাত্র প্রতিনিধি তিনি।

সাধারণত ফাতাহ আর হামাসের ছাত্র শাখার মধ্যে হারজিত হয় এক থেকে দুই আসনের ব্যবধানে। এবারে হামাস জিতেছে ১০টি আসনের ব্যবধানে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নির্বাচনে হামাসের এই অভূতপূর্ব এবং নিরঙ্কুশ বিজয়কে প্রধানত দেখা হচ্ছে শাসক পিএর বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ হিসাবে। গত মাসের নির্বাচনেও হামাস এই কৃতিত্ব ধরে রাখতে পেরেছে যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠতার হার এবারে কিছুটা কম ছিল।

যদি সাধারণ নির্বাচন হতো সেখানেও বিরজেইৎ এর মতই ফলাফল আসত, বলছিলেন মুস্তাফা। কারণ ফিলিস্তিনি অথরিটি (পিএ) যেভাবে সব কিছুর মোকাবেলা করছে তাতে মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে, সেটা রাজনৈতিক কারণে আটক, কর, হত্যা, বা বাকস্বাধীনতা কেড়ে নেয়ার মত যেকোন ইস্যুতে।

ফিলিস্তিনি এলাকার ভবিষ্যত নিয়ে মতপ্রকাশের সুযোগ না পেয়ে বেড়ে উঠেছে যে প্রজন্ম, তাদের কাছে এটা আত্মপরিচয় নিয়ে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

সংস্কৃতি ও শিক্ষা নিয়ে কাজ করে নিরপেক্ষ একটি সংস্থা কাত্তান ফাউন্ডেশানের কিউরেটর হিসাবে কাজ করেন মজিদ নাসরাল্লাহ। তার কর্মস্থল পশ্চিম তীরের রামাল্লা শহরে, কিন্তু তার জন্ম উত্তর ইসরায়েলের একটি শহরে।

ইসরায়েলি জনসংখ্যার ২০ হলেন ইসরায়েলের আরব নাগরিকরা। তার প্রজন্মের অনেকের মত তিনিও নিজেকে ফ্রম ৪৮ হিসাবে পরিচয় দিতে পছন্দ করেন। ফ্রম ৪৮ বলতে তাদের বোঝায় যারা ১৯৪৮ সালে যে ভূখণ্ড ইসরায়েল রাষ্ট্র হয়ে যায়, সেখানেই থেকে গেছেন। ফলে মজিদকে ফিলিস্তিনি সমাজের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয় না।

পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি শাসন ব্যবস্থায় আমার কোন স্বীকৃত স্থান নেই, মজিদ বলেন। ফিলিস্তিনের নির্বাচনে আমার ভোট দেবার কোন অধিকার নেই। আসলে, ইসরায়েলের আইন অনুযায়ী আমার এখানে রামাল্লায় থাকারই কথা নয়। ইসরায়েলি আইনে ইসরায়েলের কোন নাগরিকের নিরাপত্তার কারণে পশ্চিম তীরের কোন ফিলিস্তিনি এলাকায় যাওয়া নিষেধ। ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তার কোন কণ্ঠ না থাকায় মজিদও দ্বিরাষ্ট্র সমাধান তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের বিষয়টি আসলে একটি রাজনৈতিক প্রকল্পের লাশমাত্র। ফিলিস্তিনিদের ওপর নিপীড়ন নির্যাতন চালিয়ে যাবার জন্য এটা ধামাচাপা দেবার একটা হাতিয়ার, তার মন্তব্য। আমাকে যদি জিজ্ঞস করেন, আমি বলব এখানে রাষ্ট্র গঠনের কোন ব্যাপারই নেই। মানচিত্রের দিকে তাকালে একটা পাঁচ বছরের শিশুও বলে দিতে পারবে এটা অবাস্তব এবং অকার্যকর।